Contents

দ্বাদশ বর্ষ

৫ম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

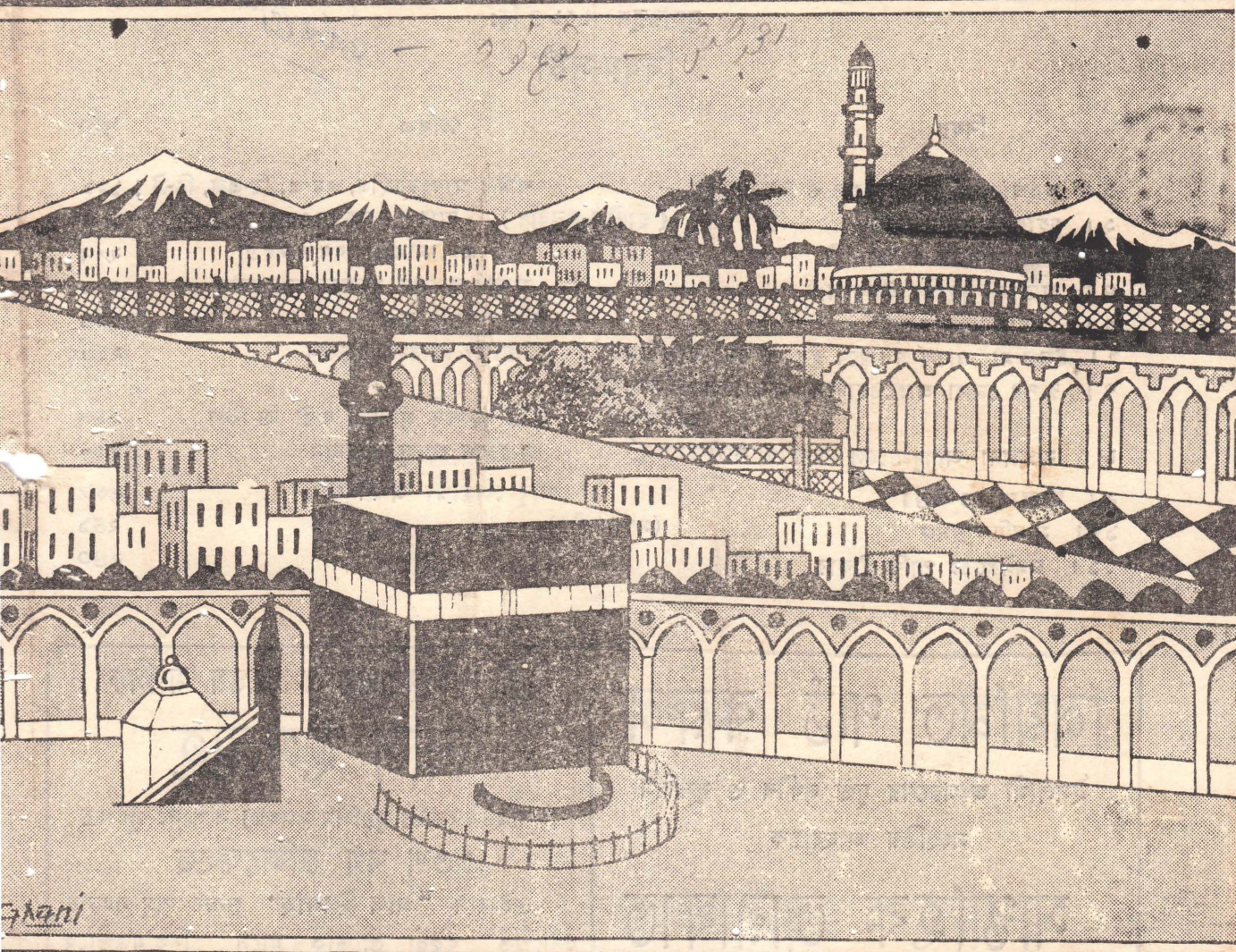

সম্পাদক

শাইখ আবদুর রহীম এম এ, বি এল, বি টি

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬.৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

দ্বাদশ বর্ষ—পঞ্চম সংখ্যা

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ—১৩৭১ বাং　　এপ্রিল-মে—১৯৬৫ ইং

মুহাররম—১৩৮৪ হিঃ

বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। কুরআন মজীদের অনুবাদ ও তফসীর	শাইখ আবদুর্‌রহীম, এম-এ, বি-এল, বি-টি	১৯৯
২। মুহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা	(হাদীস-অনুবাদ) আবূ য়ুসুফ দেওবন্দী	২০৪
৩। কবি আকবর এলাহাবাদী	এম, মাওলা বখ্‌শ নদভী	২০৭
৪। আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল	আবুল কাসেম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন	২১১
৫। তাজমহল স্মরণে	কবি পশুপতি কুণ্ড	২১৪
৬। ইসলামী আদর্শ রূপায়ণে হযরত ওমরের ভূমিকা	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	২১৬
৭। রংপুর জেলা আহলেহাদীস কনফারেন্স : সভাপতির অভিভাষণ	ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল বারী ডি ফিল	২২২
৮। মওলানা আবদুল্লাহেল কাফীর সাহিত্য কর্ম	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	২৩০
৯। জিজ্ঞাসা ও উত্তর	আবূ মোহাম্মদ আজীমুদ্দীন	২৩৮
১০। সাময়িক প্রসঙ্গ	(সম্পাদকীয়)	২৪১
১১। জমঈয়তের প্রাপ্তি-স্বীকার		২৪৩

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

৮ম বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬·৫০　ষান্মাসিক : ৩·৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৩শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুলহাদীস

(মাসিক)

আহলেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মণ্ডল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

দ্বাদশ বর্ষ	মার্চ-এপ্রিল ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ, যিল্‌কদ-যিল্‌হজ্ব ১৩৮৪ হিঃ, চৈত্র ১৩৭১ বংগাব্দ	পঞ্চম সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

تفسير القران العظيم

কুরআন-মজীদের ভাষ্য

'আম পারার তফসীর

সূরা নাবা'

শাইখ আবদুর রহীম এম.এ, বি.এল বি.টি, ফারিগ-দেওবন্দ

নাবা' শব্দের অর্থ সংবাদ। এই সূরার দ্বিতীয় আয়াতে নাবা' শব্দের উল্লেখ থাকায় এই সূরার এই নাম দেওয়া হইয়াছে।

١ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ	১। লোকে কী লইয়া বাদানুবাদ করে?
٢ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ	২। ঐ মহান সংবাদটি লইয়া—
٣ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ	৩। যাহার সম্বন্ধে তাহারা ভিন্নমত

www.ahlehadeethbd.org

রহিয়াছে।[১]

٤ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ

৪। ঐ বাদানুবাদ ঠিক নয়—শীঘ্রই তাহারা (ঐ সংবাদের সত্যতা) জানিতে পারিবে।

٥ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ

৫। পুনরায় বলি—ঐ বাদানুবাদ ঠিক নয়—অবিলম্বে তাহারা বুঝিতে পারিবে।[২]

٦ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا

৬। আমি কি পৃথিবীকে বিস্তৃত বিছানায়—

٧ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا

৭। ও পাহাড়গুলিকে খোঁটায় পরিণত করি নাই?[৩] (নিশ্চয় করিয়াছি।)

٨ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

৮। এবং আমি তোমাদিগকে জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করিয়াছি।[৪]

٩ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا

৯। আর আমি তোমাদের নিদ্রাকে শ্রান্তিহর বিশ্রামে পরিণত করিয়াছি;

١٠ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا

১০। রাত্রিকে আবরণে পরিণত করিয়াছি,

١١ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

১১। এবং দিবা ভাগকে রুযী-রোযগারের উপযুক্ত সময়ে পরিণত করিয়াছি।

١٢ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا

১২। আবার আমি তোমাদের উর্ধে সাতটি মযবুত আসমান তৈয়ার করিয়াছি,

١٣ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا

১৩। এবং (তাহাতে) উত্তপ্ত, অত্যুজ্জ্বল একটি প্রদীপ (সূর্য) রাখিয়াছি।

১। মহান সংবাদটি হইতেছে, (ক) রসূলুল্লাহ সঃ-এর পয়গম্বরী; (খ) কুরআন মজীদ আল্লাহ ত'আলার কালাম, (গ) আখিরাতে মানুষের পুনরায় জীবিত হওয়া, বিচার ইত্যাদী।

২। এখানে একই কথা দুইবার বলার তাৎপর্য এই—(ক) সংবাদগুলির বাস্তবতা ও সত্যতা দুইভাবে প্রকাশ করা। (খ) একটি দুনিয়া সম্পর্কে ও অপর বাক্যটি আখিরাত সম্পর্কে। অর্থাৎ এই সংবাদগুলির সত্যতা দুনিয়াতেও প্রকাশ হইবে, আখিরাতেও প্রকাশ হইবে।

৩। আল্লাহ তা'আলা যখন পৃথিবীকে পানির উপরে ভাসমান অবস্থায় স্থাপন করেন তখন পৃথিবী নড়িতে থাকে। তাই পৃথিবীকে মানুষের বাসের যোগ্য করিবার জন্য আল্লাহ তা'আলা উহার উপরে পাহাড় পর্বতগুলি স্থাপন করিয়া উহাকে স্থির করেন।

৪। মানুষকে জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করার তাৎপর্য হইতেছে: (ক) পুরুষ এবং স্ত্রীরূপে স্থাপন, (খ) সবল-দুর্বল, ধনী—দরিদ্র, পণ্ডিত—মূর্খ, বিদ্বান—অশিক্ষিত প্রভৃতি অসংখ্যভাবে বিভিন্নরূপে সৃজন করা!

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১৪ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۔

১৪। আরও আমি রস-নিঃসরণকারী বায়ুযোগে মেঘমালা হইতে এই কারণে প্রবল বেগে পতনশীল পানি নাযিল করি—

১৫ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا

১৫। যাহাতে উহা দ্বারা আমি শস্য, উদ্ভিদ,

১৬ وَجَنَّتٍ أَلْفَافًا

১৬। এবং ঘনবৃক্ষাদির বাগানসমূহ উৎপাদন করি।

১৭ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا

১৭। ইহা নিশ্চিত যে, ফয়সালার দিন নির্ধারিত রহিয়াছে।

১৮ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۔

১৮। ঐ দিনে শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হইলে তোমরা দলে দলে আসিবে ;[৫]

১৯ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا

১৯। আসমান উন্মুক্ত হইয়া দরজাসমূহে পরিণত হইবে ;

২০ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا

২০। এবং পাহাড়-পর্বতগুলি চালিত হইয়া মরীচিকায় পরিণত হইবে।

২১ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا

২১। ইহা নিশ্চিত যে, জাহান্নাম অপেক্ষমান থাকিবে,

২২ لِلطَّاغِينَ مَآبًا

২২। সীমা-লঙ্ঘনকারীদের আবাসস্থল হইবে।

২৩ لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا

২৩। তাহারা উহাতে যুগ যুগ ধরিয়া অবস্থানকারী হইবে।[৬]

—৫। কুরআন মজীদ হইতে জানা যায় যে, শিঙ্গায় প্রথম ফুঁ দেওয়া হইলে তৎকালীন মৌজুদ সৃষ্টি ধ্বংস হইবে। তারপর

ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ۔

দ্বিতীয় দফা শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হইলে সকলে জীবন্ত হইয়া দাঁড়াইবে এবং বিভ্রান্ত হইয়া দেখিতে থাকিবে।

ঐ সময়ে বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মীয় মতবাদের লোক এক একদলে সমবেত হইবে। এই আয়তে তাই বলা হইয়াছে, "তোমরা দলে দলে আসিবে।"

৬। কাফির ও মুশরিকগণ জাহান্নামে কতকাল থাকিবে সে সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। একদল আলেম বলেন যে, তাহারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকিবে।

হাফিয ইব্ন কাসির বর্ণিত একটি হাদীসে জানা যায় যে, এক সময়ে জাহান্নাম জনশূন্য হইয়া পড়িবে অর্থাৎ জাহান্নামে কেহই অনন্তকাল থাকিবেনা।

ইমাম ইব্ন তাইমিয়াও এই মত পোষণ করেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য মরহুম মওলানা আবদুল্লাহিল কাফি সাহেবের আলোচনা দ্রষ্টব্য [তর্জুমানুল হাদীস ৩য় বর্ষ, ১১-১২শ সংখ্যা ৪১৫—৪২০ পৃষ্ঠা, ৪র্থ বর্ষ ৯-১০ম সংখ্যা, ৩৬৮—৩৭৩ পৃষ্ঠা ; ৬ষ্ঠ বর্ষ ঃ ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা, ২৮৭-২৯১, ৮ম সংখ্যা ৩৪৬—৩৫০ এবং ১০ম-১২শ সংখ্যা ৪৭৭—৪৮৪ পৃষ্ঠা।)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২৪ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا

২৪।২৫। তাহারা সেখানে গরম পানী ও পূঁয ব্যতীত কোন পানীয়ের বা কোন শীতলতার আস্বাদ পাইবে না।[৭]

২৫ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا

২৬ جَزَاءً وِفَاقًا

২৬। উহাই তাহাদের পরিপূর্ণ প্রতিদান।

২৭ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا

২৭। কেননা; ইহা নিশ্চিত যে, তাহারা বিচারের আশা রাখিত না;

২৮ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا

২৮। এবং আমার আয়াতগুলিকে সরাসরি অবিশ্বাস করিত।

২৯ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا

২৯। আর আমি প্রত্যেকটি বিষয় লিখিতভাবে সুরক্ষিত রাখিয়াছি।

৩০ فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا

৩০। [আখিরাতে জাহান্নামীদিগকে বলা হইবে] ফলে, তোমরা [শাস্তির] স্বাদ গ্রহণ কর—শাস্তি ছাড়া আর কিছুই তোমাদের জন্য বৃদ্ধি করা হইবে না।

৩১ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا

৩১। ইহা নিশ্চিত যে, ধর্মপরায়ণদের জন্য মহান কৃতকার্যতা রহিয়াছে—

৩২ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا

৩২। বাগান সমূহ ও আঙ্গুরসমূহ,

৩৩ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا

৩৩। সমবয়স্ক নব-যুবতীগণ,

৩৪ وَكَأْسًا دِهَاقًا

৩৪। এবং ভরপূর পানপাত্র।

৩৫ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا

৩৫। সেখানে তাহারা কোন বাজে কথা বা ঝগড়ার কথা শুনিবে না।

৩৬ جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا

৩৬।৩৭। তোমার রব্ব, আসমান যমীন ও উহাদের মধ্যবর্তীদের রব্ব, রহমানের তরফ

৩৭ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا

৭। জাহান্নামীদের যখমের পূঁয জাহান্নামীদিগকে পান করিতে দেওয়া হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا

٣٨ يوم يقوم الروح والملئكة

صفا لا يتكلمون الا من اذن له

الرحمن وقال صوابا

٣٩ ذلك اليوم الحق فمن شاء

اتخذ الى ربه مابا ۰

٤٠ انا انذرنكم عذابا قريبا

يوم ينظر المرء ما قدمت

يداه ويقول الكفر يليتني كنت تربا

হইতে ঐ প্রতিদান। লোকে তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিবার ক্ষমতা রাখিবে না।

৩৮। যে দিনে রূহ ও ফিরিশতাসমূহ কাতারবন্দী হইয়া দাঁড়াইবে সেই দিনে রহমান যাহাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া অপর কেহ কথা বলিতে পারিবে না। আর [যাহাকে অনুমতি দেওয়া হইবে] সে খাঁটি কথাই বলিবে।

৩৯। ঐ দিনটি বাস্তব। অনন্তর যাহার ইচ্ছা হয় সে তাহার রব্বের দিকে আশ্রয় গ্রহণ করুক।

৪০। আমি তোমাদিগকে ঐ দিবসের আশু শাস্তি সম্বন্ধে সতর্ক করিলাম যে দিবসে মানুষ দেখিতে পাইবে যাহা কিছু সে পূর্বে করিয়াছিল এবং কাফির লোকে বলিবে, "হায়! হায়! আমি যদি [মানুষ না হইয়া] মাটিই থাকিতাম!"

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলুগুল মরাম—বঙ্গানুবাদ

আবু যুসুফ দেওবন্দী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

كِتَابُ الْحُدُوْدِ

শরী'আত-গর্হিত কার্যের শরী'আত নির্ধারিত শাস্তি

بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ الْمُسْكِرِ

মদ্য পায়ীর নির্ধারিত শাস্তি এবং মাদক দ্রব্যের বর্ণনা

৪০৫ (ক) আনাস ইবন মালিক রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী সঃ-এর নিকট এমন একজন লোককে আনা হইল যে লোকটি মদ পান করিয়াছিল। অনন্তর তিনি দুইটি খেজুর-শাখা একত্র লইয়া উহা দ্বারা চল্লিশ বার আঘাত করেন।

আনাস রাঃ আরও বলেন, আবূ বকরও ঐরূপ করেন। অনন্তর উমর আমীরুল মুমিনীন হইয়া সাহাবীদের সহিত পরামর্শ করিলে আবদুর রহমান ইবন 'আওফ বলেন, "আল্লার বিধানে লঘুতম শাস্তি আশি ঘা।" ফলে উমর তাহাই হুকুম করেন। —বুখারী ও মুসলিম।

(খ) অলীদ ইবন 'উক্‌বার ঘটনা প্রসঙ্গে আলী রাঃ বলেন, নবী সঃ চল্লিশ ঘা মারেন, আবূ বকরও চল্লিশ ঘা মারেন। আর উমর আশি ঘা মারেন। ইহার প্রত্যেকটিই সুন্নত এবং প্রত্যেকটিই আমার প্রিয়—মুসলিম।১

(গ) এক হাদীসে আছে যে, একজন লোক এই বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছিল যে, সে অমুককে মদ বমি করিতে দেখিয়াছিল। তাহাতে উসমান রাঃ বলেন, সে মদ পান করিয়া না থাকিলে তো মদ বমি করিত না।—মুসলিম।২

৪০৬। মু'আবিয়া রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ মদ পানকারী সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوْهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوْهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ

১। রসূলুল্লাহ সঃ দুইটি ছড়ি একত্র করিয়া চল্লিশ বার আঘাত করেন। ফলে, কার্যতঃ আশি ঘা ছড়ি মারা হয়। এই কারণে একটি ছড়ি দ্বারা আশি বার আঘাত করাকে এই হাদীসে সুন্নত বলা হইয়াছে।

এক জন দুর্বল লোককে ব্যভিচারের শাস্তি দিবার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সঃ এক শত খিল বিশিষ্ট খেজুর কাঁদির শাখা দ্বারা এক বার আঘাত করার যে নির্দেশ দেন তাহার পরিপ্রেক্ষিতে একটি ছড়ি দ্বারা আশি বার আঘাত করা এবং দুইটি ছড়ি একত্র চল্লিশ বার আঘাত করা একই পর্যায়ে পড়ে।

২। অর্থাৎ মদ বমি করাও মদ খাওয়ার প্রমাণ গৃহীত হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

فاجلدوه ثم اذا شرب الرابعة

فاضربوا عنقه ۔

"কেহ যদি মদ পান করে তবে তাহাকে বেত্রাঘাত কর ; তারপর সে যদি আবার মদ পান করে আবার তাহাকে বেত্রাঘাত কর ; তারপর সে যদি তৃতীয় বার মদ পান করে তবে তাহাকে বেত্রাঘাত কর। তারপর সে যদি চতুর্থবার মদ পান করে তবে তাহার গর্দ্দান মার।"—আহমদ ও সুনান চতুষ্টয়। ভাষা আহমদের। তিরমিযী এই হাদীস সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহার তাৎপর্য এই যে, "হাদীসটি মনসূখ।" আর আবূ দাউদ এই হাদীস বর্ণনা করিয়া স্পষ্টভাবে বলেন যে, ইমাম যুহরী ইহাকে মনসূখ বলিয়াছেন।

৪০৭। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

اذا ضرب احدكم فليتق الوجه

"তোমাদের কেহ যখন আঘাত করিবে তখন সে যেন মুখমণ্ডলকে আঘাত হইতে বাঁচাইয়া রাখে।"

৪০৮। ইবন্ আব্বাস রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

لا تقام الحدود فى المساجد

মসজিদ সমূহের মধ্যে শাস্তি জারী করা না।"—তিরমিযী ও হাকিম।

৪০৯। আনাস রাঃ বলেন, আল্লাহ যে সময়ে মদ হারাম করিয়া কুরআন নাযিল করে, সে সময়ে মদীনাতে খুরমার মদ ছাড়া অন্য কোন মদ পান করা হইত না।—মুসলিম। ৩

৪১০। উমর রাঃ বলেন, মদ হারাম করিয়া কুরআন নাযিল হইয়াছে। বস্তুতঃ মদ পাঁচ দ্রব্য হইতে তৈয়ার হয়—আঙুর, খুরমা, মধু, গম ও যব হইতে। আর যাহা কিছু পানে বুদ্ধি-বিবেক আচ্ছন্ন হয় তাহাই মদ।—বুখারী ও মুসলিম।

৪১১। ইবন্ উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

كل مسكر خمر، كل مسكر حرام

"নিশা আনয়নকারী বস্তু মাত্রই মদ—নিশা আনয়নকারী বস্তু মাত্রই হারাম।"—মুসলিম।

৪১২। জাবির রাঃ হইতে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

ما اسكر كثيره فقليله حرام

"যে বস্তুর অধিক পরিমাণ—নিশা আনয়ন করে তাহার অল্পও হারাম।—আহমদ ও সুনান চতুষ্টয়। ইবন্ হিব্বান ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

৪১৩। ইবন্ 'আব্বাস রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ-র জন্য চামড়ার পাত্রে কিশমিশ ভিজান হইত। অনন্তর তিনি উহা ঐ দিন পান করিতেন, দ্বিতীয় দিন পান করিতেন এবং তৃতীয় দিন পান করিতেন। তারপর তৃতীয় দিনে সন্ধ্যার সময় তিনি পান করিতেন এবং অপরকে পান করাইতেন এবং কিছু যদি থাকিত

৩। সে কালে কেহ কেহ বলিত যে, একমাত্র ঙুরের এই মদ এবং কেবলমাত্র আঙুরের মদই হারাম। তাহাদের ঐ দাবীর প্রতিবাদে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তবে তাহা ফেলিয়া দিতেন।—মুসলিম।৪

১১৪। উম্ম সালামা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ •

"আল্লাহ তোমাদের জন্য যাহা হারাম করিয়াছেন তাহার মধ্যে তিনি তোমাদের জন্য রোগমুক্তি রাখেন নাই।"—বাইহাকী। ইবন হিব্বান ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

১১৫ ওয়িল হাযরামী হইতে বর্ণিত আছে যে, তারিক ইবন সুওইদ রাঃ নবী সঃ-কে ঐ মদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যাহা তিনি ঔষধের উদ্দেশ্যে তৈয়ার করিতেন। তাহাতে নবী সঃ বলেন,

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ

"ইহা নিশ্চিত যে, উহা ঔষধ নয় বরং উহা একটি রোগবিশেষ।"—মুসলিম, আবূ দাউদ, গয়রহ।

৪। অর্থাৎ চামড়ার পাত্রে কিশমিশ ভিজা পানি আড়াই দিন পূর্ণ হইলে মদে পরিণত হয়। তাহার পূর্ব পর্যন্ত উহা মদ হয় না।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কবি আকবর এলাহাবাদী

॥ এম, মওলা বখ্‌শ নদভী ॥

একবার নেতৃবৃন্দের সমালোচনা প্রসঙ্গে কবি বল্লেন—হিন্দুস্তানের কোন কোন নেতা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিতে কোন অভিমত বা চিন্তাধারা প্রকাশ করে এবং উহাকে নিজেরই উদ্ভাবিত ব'লে চালিয়ে দেয়। সেই জন্য আমি ঐ সব কথার কোনই গুরুত্ব দিইনা, হাঁ, উহার জন্য আসল মন্ত্রণাদাতাই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য, উহার প্রচারক নহে। তিনি বল্লেন,

بوزنہ کو رقص پرکس بات کی میں داد دون
ہان، یہ جائز ہے' مداری کو مبارک باد دون

নাচ দেখিয়া কিসের লাগি বানরে দিব ধন্যবাদ
হাঁ, দেওয়া যায় মাদারীকে একা শুধু মোবারকবাদ।

আলীগড়ে সার্ সাইয়াদ্ আহমদ মরহুম কর্তৃক এম, এ. ও কলেজ এবং শাইখ আবদুল্লাহ মরহুম দ্বারা গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠিত হ'লে কবি বল্লেন—

کالج بنا، عمارت فخر النسا بنی
شکر خدا کہ مل گئے آخر بنا بنی
ایک پیرنے تہذیب سے لڑکے کو ابھارا
ایک پیرنے تعلیم سے لڑکی کو سنوارا
وہ تن گیا پتلون میں یہ ساے میں پھیلی
پاجامہ غرض یہ کہ ہے دونوں نے اوتارا
کچھ جوڑ تو ان میں سے ہوے ہال میں رقصان
باقی جو تھے گھر ان کا تھا افلاس کا
بیرا بنا وہ کیمپ میں یہ بن گئی آیا
بی بی نہ رہی جب تو میاں پن بھی سب گئے
دونوں جو کبھی ملتے ہیں گاتے ہیں یہ مصرعہ
آغاز سے بدتر ہے سر انجام ہمارا

ফখরুন্নেছা বিল্‌ডিং হ'লো এবং কলেজ গড়া হ'লো
উভয়ে এখন পাশাপাশি হয়ে পরস্পরে মিলে গেল।

—•—

এক পীর সে নব সভ্যতায় ছেলেদেরকে ধ'রে তুল'ল
আর একপীর সে শিক্ষাদ্বারা মেয়েদেরকে সাজাইল

——

পাত্‌লুনে উহারা ক'ষে রইল, ছড়ায়ে গেল এরা ছায়ায়।
মোটের উপর উভয়েই দিল পায়জামাকে ক'রে বিদায়।

——

ইহাদের মধ্যে হলে যাইয়া নাচিতেছে কএক জোড়া
বাকী র'লো যারা বাড়ীতে তাদের দৈন্য হাহাকারে ভরা

——

ক্যাম্পে যাইয়া বেহারা হলো ঐ, আর এই বনিল আয়া
বদলিয়া গেল বিবিত্ব আর স্বামীত্বের সব কায়া

——

কখন কখন মিলিয়া উভয়ে করুণ সুরে যে গায়
প্রথম হ'তে বহুত খারাপ শেষ পরিণাম হায়!

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ মরহুমের বিখ্যাত পত্রিকা 'আলহিলালের' যামানতের টাকা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হওয়ার সংবাদে কবি বল্লেন—

مغرب کی برق ٹوٹ پڑی اس غریب پر
دور فلک ہلال کو لایا صلیب پر

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পশ্চিমেরী বজ্র ভেঙ্গে পড়লো এবার গরীব পর
আকাশচক্রে ফেল্‌লো ছুড়ে হিলালকে আজ ক্রুশের পর

একদিন কথা প্রসঙ্গে কবির এক বন্ধু বল্লেন—স্বদেশবাসীদের মধ্যে মতবিরোধ এবং মনোমালিন্য বিদ্যমান থাকায় তারা বিদেশীদের সাহায্যে এক অপরকে জব্দ করার জন্য ষড়যন্ত্র করে। ইহা দেশের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর এবং অন্যায় কাজ। কবি বন্ধুর কথা সমর্থন ক'রে বল্‌লেন—

اونٹ نے گائیوں کی ضد پر شیر کو ساجھی کیا
پھر تو منہ سے یہی بد تر سب نے پایا شیر کو
جس پہ رکھنا چاہتے ہو باقی اپنی دسترس
منہ میں ہاتھی کے کبھی اے بھائی وہ گنا نہ دو

উট করিল গাভীর জিদে বাঘের সাথে ভাব যখন
জানলো লোকে উট হইল ভেড়ার চেয়ে অধম জন।
চাও যদিগো! উহা কেবল তোমার অধিকারেই থাক।
কখনো ভাই! হাতির মুখে ধরবে নাক তোমার আক।

কবি এক মজলিসে সঙ্গীগণকে সম্বোধন ক'রে বল্লেন বর্তমান যুগে মান ইয্‌যতের মানদণ্ড সম্পূর্ণ পরিবর্তন হ'য়ে গিয়েছে। মানুষের ধর্ম ভীরুতা এবং সদাকারনের প্রতি লক্ষ্য না রেখে কেবল ধন দওলতের মাপ কাঠিতে বিচার এবং সম্মান করা হয়, তিনি বললেন,

نہیں کچھ اسکی پرسش الفت اللہ کتنی ہے
یہی سب پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے

শুধায়না কেও খুদার ভক্তি কাহার আছে কী পরিমাণ
ই'হাই সবাই শুধায় কেবল আপনি কত বেতন পান;

একদা কবি বল্লেন আমি এক সময় আমার পুত্র ইশরত হোসাইনকে দেখবার জন্য তার কর্ম্মস্থলে গিয়েছিলাম, সে সেখানে ডিঃ ম্যাজিষ্টেট ছিল। তার বাসায় বৈকালে বন্ধু বান্ধবের আসর জম্‌তো, এইরূপ এক মজলিস বসার পর আমি অন্দর মহল থেকে সেখানে উপস্থিত হই, আমার একজন পরিচিত ব্যক্তি সকলের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য বল্লেন—ইনি খান বাহাদুর আকবর হোসাইন সাহেব। শ্রোতারা তাঁর কথায় বিশেষ আকৃষ্ট না হয়ে কেবল একবার মাথা নাড়লেন মাত্র, তারপর তিনি বল্লেন—ইনি এলাহাবাদ ইউনিভারসিটির ফেলো এবং এলাহাবাদ হাই কোর্টের প্রাক্তন জজ। ইহাতেও সকলে একবার মৌখিক সৌজন্য প্রকাশ ক'রে বেশ বেশ বলে চুপ হয়ে গেল। এর পর যখন তিনি বল্লেন, ইনি জনাব ইশরত হোসাইন সাহেবের ওয়ালেদ মাজেদ, তখন সকলেই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মারহাবা মারহাবা বল্‌তে বল্‌তে একে একে আমার হাতে চুমা দিতে লাগ্‌লেন, আমি তাঁদের এই ব্যবহারে মনে বিশেষ আঘাত পেলাম। আমিও নাছোড় বান্দা, সঙ্গে সঙ্গে ঐ পরিচিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বল্লাম, ভাই! আমি গত রাত্রে এক আশ্চর্য্য-জনক স্বপ্ন দেখেছি, দেখ্‌ছি—একস্থানে কিছু সংখ্যক লম্বা দাড়ী ওয়ালা পাদরী জমা হয়ে এবাদত বন্দেগীতে মশগুল আছে, কিছুক্ষণ পর সেখানে এক নূরানী চেহারার বুযর্গ তশরীফ আনলেন, পাদরীরা ভাবে বিভোর [illegible] দিকে ভ্রুক্ষেপও করলনা, একজন মা[illegible] ব'লে উঠলেন আপনারা ইহার সাথে সাক্ষাৎ করুন, ইনিই হচ্ছেন আমাদের মহাপ্রভু পাদরীরা ইহাতেও কোনরূপ সাড়া দিল[illegible]

www.ahlehadeethbd.org

আ[illegible] বল্লো, ইনি স্বয়ং মহা[illegible]হিম আল্লাহ। ইহাতেও তারা বিশেষ আকৃষ্ট হলোনা ; অবশেষে যখন সে বলে উঠলো—ইনি হচ্ছেন যীশু খৃষ্টের পরম পিতা তখন উহা শোনামাত্র সকলেই বেশ অপ্রতিভ হয়ে উঠলো। অনুরূপ আর একটি ঘটনা হচ্ছে এই : কবির জনৈক বন্ধু বল্লো যে,তাঁর একজন উচ্চ শিক্ষিত আত্মীয় ট্রেন যোগে হায়দারাবাদ যাচ্ছিলেন, সে দিন ট্রেনে অসম্ভব ভীড় ছিল। উঠার সময় জনৈক যাত্রী তাঁকে বাধা দেন তিনি তা অগ্রাহ্য করে অতি কষ্টে উঠে পড়েন। এতে যাত্রীটির রাগ আরও বেড়ে যায় এবং রাগে গর গর করতে করতে বলতে থাকে দেখছে স্থান নাই তবু ভেড়ার মত ঢুকে পড়ছে, পরে তাঁকে বলে কোথায় যাবে ? তিনি বল্লেন, হায়দারাবাদ। সেখানে কি করো ? চাকুরি। কত বেতন ? দুশতের অধিক। আরে বলছেন না, কেন ? আপনি একজন গেজেটেড অফিসার, আসুন··· ···এইদিকে আসুন। ওখানে যে রোদ লাগছে, আপনাকে পেয়ে ভালই হলো, আমার এক ভ্রাতুষ্পুত্র এবার ম্যাট্রিক ফেল ক'রে বেকার বসে আছে, তার সম্বন্ধে আপনার পরামর্শ গ্রহণ করতে চাই, শুনছি হায়দারাবাদে নাকি পাশ সার্টিফিকেটের বিশেষ দরকার হয় না। এই সব কথা বার্তার পর কবি বল্লেন, বর্ত্তমান যুগে মানুষের মান সম্মানের মানদণ্ড বিলকুল বদলে গেছে, এখন কেবল ধন দওলতের সম্মান।

তারপর :

কবি বল্লেন—

اکبر نے کہا سن لو یارو؛ اللہ نہیں تو [illegible]
بھی نہیں
یاروں نے کہا یہ قول غلط تنخواہ نہیں
تو کچھ بھی نہیں

আকবর বলিল, শুন হে বন্ধু ! আল্লা নাহি
ত কিছুই নাই,
বন্ধু বলিল, ভুল কথা ইহা, তানখা নাহি
তকছুই নাই।

একদিন কবি বল্লেন—লোকে ফরয তরক ক'রেও আল্লার গযবের ভয় করেনা আর তারা বছরে একবার মুহাররাম মাসে আওলাদে রসূল (দঃ) এর শোকে অশ্রুপাত করাকে নাজাতের জন্য যথেষ্ট মনে করে। তিনি বল্লেন,

غم حسین میں رونا ثواب ہے لیکن
خدا کے خوف سے رونا بھی کچھ گناہ نہیں

হোসাইন শোকে কাঁদিলে মানি ইহাতে
বহুত সোয়াব হয়,
আল্লার ভয়ে কান্না কাটি করিলে তাহাতে
গুণাহ ত নায়।

একটা সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিগত ১৯১৮ অথবা ২০ খৃষ্টাব্দে সংবাদপত্র সমূহে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। আমি ঘটনার নায়ক নায়িকার নাম প্রকাশ না করে মাত্র এই টুকু আভাষ দিচ্ছি যে, সে সময় একখানা বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিকের এক রূপবান মুসলিম যুবক সম্পাদক, ভারতের একজন বিশিষ্ট হিন্দু নেতার যুবতী কন্যাকে লয়ে উধাও হয়ে যায়। প্রকাশ থাকে যে, পত্রিকা খানা উক্ত নেতার বাটীতে অবস্থিত অফিস হতে বের হ'তো, পরে কএকজন খ্যাতনামা হিন্দু মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাহায্যে যুবতীটিকে নিয়ে এসে তাড়াতাড়ি পাত্রস্থ করা হয়। এই ঘটনা উপলক্ষে কবি বলেছিলেন—

ساتھ اڈیٹر کے ہو گئی رخصت
انڈیپنڈنٹ کیوں کیا تھا اسے

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এডিটার সাথে সে যে আজিকে উধাও হইয়া গেল কেন তাহাকে ইণ্ডিপেনডেণ্ট ক'রে ছেড়ে দিয়াছিল।

এ সম্বন্ধে আরও বলেছেন :

یوسف کو نہ سمجھے کہ حسین بھی ہے
جوان بھی
شاید نرے لیڈر تھے زلیخا کے میاں بھی

ভাবলো নাকো ইউসুফ যে অতি রূপবান,
নওজোয়ান,
যোলেখার স্বামীকেও লীডার বলে হচ্ছে অনুমান।

একদা এক নব্যপন্থী ব্যারিষ্টার সাহেব জনৈক মৌলবী সাহেবকে বল্লেন, "মাফ করবেন জনাব, আপনাদের চিন্তাধারার সাথে আমাদের কখনও মিল হবেনা। মৌলবী সাহেব বল্লেন, হাঁ, জনাব! এমন একটি স্থান আছে যেখানে আমরা নিশ্চয় একমত হবই। ব্যারিষ্টার জিজ্ঞাস করলেন—সে আবার কোথায়? মৌলবী সাহেব বল্লেন, 'কবরস্থানে'। ইহা শুনে কবি তৎক্ষণাৎ বল্লেন—

اسٹیشن فنا کی بھی کیا خوب ریل ہے
اس راہ میں ہر ایک پسنجر کا میل ہے

মৃত্যু ষ্টেসনের কতই সুন্দর যে রেল
এই পথে সব প্যাসেঞ্জারের হয়ে যায় যে মেল।

বর্তমান যুগে ইসলামের পুরাতন ঐতিহ্যবাহীরা একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে আর তাঁদের শূণ্যস্থান এদেশীয় ফিরিঙ্গি পন্থীরা দখল ক'রে নিচ্ছে। কবি এ সম্বন্ধে বলেছেন—

اولڈ مرزا ہر طرف بدنام ہے
ینگ بدھو وارث اسلام ہے

ওল্ড মিরযা চতুর্দিকে ভাগী হলো বদনামের
ইয়ং বুদ্ধু ওয়ারিস হলো আজকে নব ইসলামের।

কবির তীব্র সমালোচনার বর্ষাঘাত হ'তে কেহই রক্ষা পায় নাই। তিনি একদিকে ফিরিঙ্গি ভাবাপন্ন যুবক যুবতীগণের প্রতি কটাক্ষ করেছেন, তেমনি স্বার্থপর দুনিয়াদার পীর ও মৌলবীগণকেও ছাড়েন নাই। তিনি বলছেন—

شیخ تثلیث کی تردید تو کرتے نہیں کچھ
گھر میں بیٹھے ہوئے والتین پڑھا
کرتے ہیں

ত্রিত্ববাদের প্রতিবাদে শাইখজী কিছুই করছেনা
ঘরেই ব'সে সূরা 'ওয়াত্তীন পড়ছে শুধু', নড়ছেনা।

زندگی سے اب مرا بھائی سیر ہے
پھر بھی خوراک انکی ڈھائی سیر ہے

আমার ভায়ার যেন্দেগী ত বেশ আসূদা
খুব সুখের,
তবুও তাহার খোরাক আজও বহাল আছে
আড়াই সের!

خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں
مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں

শরীয়তের খেলাফে শাইখ থুতুও নাহি ফেলে
কিন্তু সে যে আঁধার-আলোয় কিছুই ভাবেনা
দেলে।

خوشی سے شیخ کالج سوئے مسجد اب
نہیں چلتا
جہاں روٹی نہیں چلتی وہاں مذہب
نہیں چلتا

খুশী মন ল'য়ে মসজিদ পানে কলেজী শেখ
চলেনা আর,
রুটী যেখানে যায়না পাওয়া মযহাব ওথা
চলেনা আর।

www.ahlehadeethbd.org

আল্লামা মুহম্মদ ইকবাল

॥ আবুল কাসেম মুহম্মদ আদম উদ্দীন ॥

আল্লামা ইকবাল ৯ই নভেম্বর, ১৮৭৫ খৃ শুক্রবার শিয়ালকোটে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার উচ্চ মাধ্যমিক (Intermediate) পর্যন্ত শিক্ষাও শিয়ালকোটেই সমাপ্ত হয়। তৎকালে শিয়ালকোট কলেজে মওলবী মীর হাসান (পরবর্তীকালে শামসুল উলামা উপাধি প্রাপ্ত) নামে ইসলামী বিষয় সমূহে সুপণ্ডিত আলেম ইসলামী বিষয় সমূহ ও আরবী ফারসী ভাষা শিক্ষা দিতেন। ইকবালের আরবী, ফারসী ও ইসলামী বিষয় সমূহ, যথা কুরআন-হাদীস প্রভৃতি শিক্ষার ভিত্তি ইঁহারই হস্তে স্থাপিত ও দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিকতার দিক দিয়াও ইকবাল ছিলেন পরম ভাগ্যবান। কারণ তাঁহার পিতা ছিলেন যেমন একজন পরম পরহেজগার আলেম, তাঁহার মাতাও ছিলেন ইকবালের ভাষায়,

تھی سراپا دین دنیا کا سبق تیری حیات

(তোমার জীবন সমগ্রভাবে দীন ও দুনিয়ার পাঠ ছিল)। আল্লাহ তা'আলা যাঁহাকে পৃথিবীতে কোন মহৎ কাজ সাধনের জন্য প্রেরণ করেন তখন তাঁহার যাবতীয় পারিপার্শ্বিকতা এই ভাবেই অনুকূল করিয়া রাখেন।

ইকবাল শিয়ালকোটে স্কচ মিশন কলেজ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইণ্টারমেডিয়েট পাশ করিয়া লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। এই কলেজ হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বি, এ, ও ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এম, এ পাশ করেন। শিয়ালকোট স্কুলে পড়িবার সময় হইতেই ইকবাল কাব্যচর্চাও শুরু করেন। সেই সময় শিয়ালকোটে একটি ক্ষুদ্রাকারের মুশায়েরা হইত। ইকবাল সময় সময় এই মুশায়েরায় স্বরচিত গজল পড়িয়া শুনাইতেন। সেই সময় প্রসিদ্ধ উর্দূ কবি নওয়াব মির্যা খাঁ দাগের খ্যাতি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। তিনি হায়দরাবাদের নিযামের উস্তাদ হিসাবেও সুধী মহলে অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। উদীয়মান উর্দূ কবিগণ ডাকযোগে তাঁহার নিকট গজল পাঠাইয়া সংশোধন করাইয়া লইতেন। ইকবাল তাঁহার কতকগুলি গজল ডাকযোগে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। দাগ এই কিশোর ছাত্র-কবির গজল পড়িয়া তাঁহার অসাধারণ প্রতিভাদর্শনে মুগ্ধ হইলেন এবং উত্তরে লিখিলেন যে, তাঁহার গজলে সংশোধন করার প্রয়োজন খুব কমই আছে। এই স্বল্পকাল স্থায়ী উস্তাদ শাগরেদীর সম্পর্কের স্মৃতি কিন্তু উভয়ের মনেই চিরকালের জন্য গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। ইকবাল গর্ববোধ করিতেন এই বলিয়া যে, উর্দূর তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ কবি তাঁহার উস্তাদ, আর দাগ গর্ববোধ করিতেন এই বলিয়া যে, অসাধারণ দার্শনিক ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম ইকবাল ছিলেন তাঁহার শাগরেদ।

লাহোরে অধ্যয়নকালে দর্শন শাস্ত্রের প্রতি ইকবাল বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তৎকালে লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন অধ্যাপক টমাস আর্ণল্ড (পরবর্তীকালে স্যার টমাস আর্ণল্ড)। লাহোরে অবস্থান কালেও ইকবাল মুশায়েরাতে যোগদান করিতেন। তা সত্ত্বেও পড়া শুনায় তিনি আদৌ অমনোযোগী ছিলেন না। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বি, এ, তে আরবী ও ইংরেজীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া দুইটি স্বর্ণ পদক লাভ করেন। দুই বৎসর পরই ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কৃতিত্বের সহিত দর্শন শাস্ত্রে এম, এ, পাশ করিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরই লাহোর ওরিয়েণ্টাল কলেজে ইতিহাস ও দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি প্রথম উর্দূতে অর্থশাস্ত্রের পুস্তক লেখেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লাহোরে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে আঞ্জুমানে হিমায়াতে ইসলামের বার্ষিক সম্মেলনে সর্ব প্রথম প্রকাশ্য সভায় কবিতা আবৃত্তি করেন। এই সময় তিনি তাঁহার "নালায়ে ইয়াতীম" নামক কবিতা আবৃত্তি করেন। ইকবালের লাহোর অবস্থানের এই ৪৫ বৎসর (১৯০৫ পর্যন্ত) তাঁহার কাব্য চর্চার উন্নতির যুগ। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের 'মাখযান' পত্রিকায় সর্ব প্রথম তাঁহার 'হিমালয়' কবিতাটি ছাপা হয়।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইকবাল ওরিয়েন্টাল কলেজে অধ্যাপনা করেন। অতঃপর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংল্যাণ্ড গমন করেন। ট্রিনিটি কলেজ হইতে দর্শনে এম, এ, ও ট্রিনস্ ইন হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পাশ করেন এবং ঐ বৎসর জার্মেনীর মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে Development of Metaphysics in Persia নামে থিসিস্ উপস্থাপিত করিয়া 'ডক্টর' উপাধি লাভ করেন। লণ্ডনে তিনি Certain Aspects of Islam (ইসলামের কয়েকটি দিক) নামে কাক্সটন হলে ধারাবাহিক ছয়টি বক্তৃতা প্রদান করেন। লণ্ডনে অবস্থান কালে সেখানকার School of Economics and Political Science নামক বিদ্যায়তনে অর্থশাস্ত্রে বক্তৃতা শ্রবণ করতঃ ঐ বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। আর্ণল্ড সাহেব তখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবীর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি তিন মাসের জন্য ছুটি লইলে ইকবাল তাঁহার স্থানে অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

ইউরোপে অবস্থান-কালে ইকবাল ইউরোপীয় ভাবধারা ও কৃষ্টি সভ্যতার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার ও উহার দোষ গুণ বিচারের সর্বাধিক সুযোগ লাভ করেন। ইহারই ফলে তিনি ইউরোপীয় সভ্যতার যাহা দোষ তাহা বর্জন ও যাহা গুণ তাহা গ্রহণ করার পক্ষপাতী হন। তিনি আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার, যথা ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ, নীটশের শয়তানী সুপারম্যানের স্থলে আল্লাহে বিশ্বাসী মর্দে মু'মিনের জয়গান করিতে থাকেন। ইউরোপে অবস্থান কালেই ইকবাল ফারসী ভাষায় কাব্যচর্চা করিতে থাকেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ইকবাল স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজে তাঁহার পূর্বপদে পুনরায় যোগদান করেন। এই সময় তিনি ব্যারিষ্টারীও করিতেন। ১৯১১ সালে তিনি সরকারী চাকুরী ত্যাগ করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ইকবাল ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক তাঁর পাণ্ডিত্য ও সাহিত্য চর্চার জন্য "স্যার" উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পাঞ্জাব আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ মুসলিম এডুকেশনাল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ইংরেজীতে যে সাতটি বক্তৃতা করেন তাহাই পরে Reconstruction of Religious Thought in Islam নামে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস হইতে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি হায়দরাবাদ ভ্রমণ করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে অল পাকিস্তান মুসলিম লীগের যে বার্ষিক সম্মেলন হয় তাহাতে তিনি সভাপতিত্ব করেন। এই সভাতেই তিনি সর্বপ্রথম ভারতীয় মুসলিমগণের জন্য একটি স্বতন্ত্র আবাস ভূমির দাবী করেন। অতঃপর ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১ খৃঃ হইতে ১লা ডিসেম্বর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লণ্ডনে ভারতীয় সমস্যা আলোচনার জন্য যে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ইকবাল সদস্য হিসাবে তাহাতে যোগদান করেন। ইহার পর ১৭ই নভেম্বর, ১৯৩২ খৃঃ হইতে ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকেও তিনি যোগদান করেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ইউরোপ ভ্রমণে যান। এই সময় তিনি রোমে মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করেন ও স্পেনের মুসলিম ধ্বংশাবশেষগুলি দর্শন করতঃ কর্ডোভার জামে মসজিদে নামাজ আদায় করেন। অতঃপর আফগান সরকারের আমন্ত্রণক্রমে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে আফগানিস্তান সফরে করেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ইকবাল শারীরিক অসুস্থতার জন্য আইন ব্যবসায় ত্যাগ করেন। এই সময় ভূপালের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নবাব সরকার হইতে তাঁহার জন্য মাসিক ৫০০ টাকা-বৃত্তি নির্ধারিত করা হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হইলে তিনি অতিশয় শোকাভিভূত হইয়া পড়েন। অতঃপর ১৯০৫ হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভূপালে স্যার রাস মসউদের সঙ্গে অবস্থান করেন। এই সময় ক্রমেই তাঁহার শারীরিক অবস্থা খারাপ হইতে থাকে। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে লাহোর প্রত্যাবর্তন করার পর তিনি ২৫শে মার্চ শুক্রবার রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। ২১শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার ভোর ৫০ টায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। লাহোর বাদশাহী মসজিদের দ্বারপ্রান্তে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

ইকবালের কাব্য পরিচিতি সংক্ষেপে এই:

১। The Development of Metaphysics in Persia, ইহা তাঁহার ডক্টরেট উপাধির নিবন্ধ। ইহা দর্শন সম্বন্ধে রচিত।

২। Reconstruction of Religious Thoughts in Islam, ইসলাম সম্বন্ধে মাদ্রাজে প্রদত্ত সাতটি বক্তৃতার সংগ্রহ, ১৯২০ খৃঃ এ প্রকাশিত।

৩। আসরারে খোদী—১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত। মওলানা রুমীর অনুসরণে ফারসী ভাষায় রচিত ইসলামের বিভিন্ন দিকের আলোচনা সম্বলিত মসনবী কাব্যগ্রন্থ।

৪। রমূযে বেখোদী—আসরারে খোদীর পরিপূরক ফারসী মসনবী কাব্য গ্রন্থ। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত।

৫। পায়ামে মশরেক—ইহা প্রসিদ্ধ জার্মান কবি গোটের দীওয়ানে মগরিবের প্রত্যুত্তরে ফারসী ভাষায় রচিত। ইহা (ক) যাল্‌ওয়াএ তূর, (খ) আফকার, (গ) মায়ে বাকী, (ঘ) নকশে ফিরঙ্গ (ঙ) খুদা এই পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত। এই গ্রন্থ ১৯২৩ খৃঃ প্রথম প্রকাশিত হয়।

৬। বাঙ্গে দরা—প্রথম প্রকাশ ১৯২৪ খৃঃ, এই গ্রন্থে (১) ১৯০৫ খৃঃ পর্যন্ত রচিত কবিতা, (২) ১৯০৫ হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রচিত এবং (৩) ১৯০৮ হইতে ১৯২৪ খৃঃ পর্যন্ত রচিত কবিতাসমূহ স্থান পাইয়াছে।

৭। যবুরে আজম—ইহা দুই ভাগে বিভক্ত (১) গুলশানে রাযে জদীদ ও (২) বন্দেগী নামা। প্রথম প্রকাশ ১৯২৭ খৃঃ।

৮। জাবেদ নামা—ফারসী কাব্য। এই কাব্যে ইকবাল, রুমী ও জিবরাঈল ফিরিশতা সহ বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহে ভ্রমণ, বিভিন্ন দার্শনিক ও মহাপুরুষদের আত্মার সহিত সাক্ষাৎ উপলক্ষে তাঁহাদের সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা প্রথম ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৯। বালে জীবরীল—উর্দু কাব্য গ্রন্থ। ইহাতে ৬১টি গজল ও কতকগুলি রুবাঈ আছে। ইহাতে পৃথিবী প্রসিদ্ধ কতকগুলি ব্যক্তি ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের প্রতি ইকবালের বাণী রহিয়াছে। প্রথম প্রকাশ—১৯০৫ খৃঃ।

১০। পাস চে বায়েদ কর্দ—প্রথম প্রকাশ ১৯৩৬ খৃঃ।

১১। যরবে কলীম—অন্য নাম বর্তমান যুগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, প্রথম প্রকাশ ১৯৩৬।

১২। আরমুগানে হিজায, ফারসী কাব্য, তবে শেষাংশ উর্দুতে রচিত। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ইকবালের কাব্যের মূল সুর হইল Back to the Quran, Back to the Qaba. অর্থাৎ পুনরায় কুর'আন অবলম্বন কর, পুনরায় কা'বার দিকে চল। তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে অধ্যাপক সলীম চিশ্‌তী বলেন, "যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়ে নাই এবং উত্তমরূপে বুঝে নাই সে ইকবালের কাব্য বুঝিতে অক্ষম হইবে। ইহার কারণ এই যে, ইকবাল কাব্যের উৎস কুরআন মজীদ। এই জন্য প্রথমে কুরআন পড়ুন, অতঃপর ইকবাল কাব্য উপভোগ করুন, তাহা হইতে উপকৃত হউন।"

www.ahlehadeethbd.org

তাজমহল স্মরণে

—কবি পশুপতি কুণ্ড

মমতার মমতাজ লাবণ্য মাধুরী,
এই সেই স্বপ্নময়ী সৌন্দর্য্যের পুরী,
এই সেই রাজদণ্ড রাজ সিংহাসন,
মোগলের রচিত নন্দন।

সকলি হয়েছে শেষ, শুধু আছে পড়ি
মৃত্যুর কঙ্কাল পরি,
বিচিত্র স্বপন সৌধ স্মৃতির উচ্ছ্বাস
বিরহীর তপ্ত দীর্ঘশ্বাস!
দেখে যাই ক্ষণকাল দেখি কিছুক্ষণ,
মোগলের বিচিত্র জীবন
কোন্ সুরে উঠেছিল ফুটি।
সোনালী দেউটী
কোন সুরে হইল নির্বাণ।

দেখি সেই সুরের তুফান
দেখি তার উদ্বেলিত আকুল উচ্ছ্বাস
ঐশ্বর্য্যের বিচিত্র বিলাস।
কত ছন্দ গন্ধ গীতি কত যে কল্পনা
কোটী কোটী মানুষের প্রাণের সাধনা,
আজিও রয়েছে আঁকা এ তাজ-মহলে,
নয়নের জলে।
কি গভীর হৃদয়ের মর্ম্মান্তিক সুর,
কি গভীর হৃদয়ের বেদনা মধুর,
হে সম্রাট! তুমি নাই, আছে তব হৃদয়ের বাণী
আছে তব ছন্দময়ী প্রেয়সীর প্রিয় চিত্রখানী
আঁকা আছে, বিচিত্র ভাষায়।
এই মৃত্তিকায়।

কত যুগ যুগান্তের কত যে স্বপন,
কত হাসি কান্না গান উত্থান পতন,
মুহূর্তে ফুটিয়া উঠে মুহূর্তে মিলায়
এই মৃত্তিকায়,
কালের কঠোর ইতিহাস,
ওরে শুধু দীর্ঘশ্বাস—শুধু দীর্ঘশ্বাস।

এই মৃত্তিকায়,
লেখা আছে প্রভাতের গান।
মধ্যাহ্নের উচ্ছ্বসিত প্রখর তুফান,
সন্ধ্যার আরতি,
জগতের বিচিত্র ভারতি,
এই মৃত্তিকায়।
দিন যায় ওরে দিন যায়!
কথা থাকে মনে
কী বলিব কার সনে
হৃদয়ের কথা।
এ রূপের বিচিত্র বারতা
কে বুঝিবে আছে কোন জন?
বসি কিছুক্ষণ
কি গাইব গান,
প্রাণের প্রদীপ আজ চিরতরে হয়েছে নির্বাণ।
কে বুঝিবে ব্যথার ক্রন্দন
কে বুঝিবে হৃদয়ের গোপন বেদন,
ব্যথার ব্যথিত নাই যার
চন্দ্রহারা নিশিথিনী ঘোর অন্ধকার
জলশূন্য স্রোতস্বতী বক্ষভরা বালুর তুফান,
অর্থ শূন্য বাক্য মোর প্রলাপের গান!

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গাহিব না আর
হে সম্রাট! তাজের দুয়ার
খুলে দাও. করিব প্রবেশ,
এ রূপ রহস্য মাঝে কোন দরবেশ
কোন্ সুরে কোন্ গান গায়।
শুনে যাই ক্ষণকাল, বেলা ডুবে যায়।
এখনো কি খুলিবে না দ্বার।

অন্তরের অন্তঃস্থলে কিসের ঝঙ্কার
বেজে উঠে অন্তরে অন্তরে!
দেখিব আপন মনে আপনার প্রাণের ভিতরে
সে চির রহস্যময়ী কোন্ সুরে করিতেছে খেলা
আমারি আমিত্ব লয়ে কেটে গেল বেলা
তবুও হলনা শেষ এ রূপের খেলা।
এরূপের হাটে আর
খুলিব না হৃদয়ের দ্বার
চিররুদ্ধ থাক
এ যাত্রা বাক (?)
হে সম্রাট! তুমি মহাকবি
প্রিয়ার মরণে তুমি আঁকিয়াছ বেদনার ছবি।

কোটী কোটী বিরহীর বিন্দু বিন্দু নয়নের জলে
মহাকাল মহাসিন্ধু করেছে রচনা,

তোমার বাসনা
ছিল বুঝি মনে

প্রিয়ার মরণ স্মৃতি মর্তের নন্দনে
রেখে যাবে অমর ভাষায়।
আজিও এ কীর্ত্তি গাথা উদ্ভাসিত মহামহিমায়

দিক্ দিগন্তর
প্রাণের ভিতর

ব্যথার যমুনাতীরে বিচিত্র মায়ায়
আজিও করুণ সুরে, ভাসিয়া বেড়ায়।
কারো বাঁশী বেজে উঠে,
কারো প্রাণ করে হাহাকার,
কারো হাসি ফুটে ফুলে
কারো গৃহ হয় ছারখার,
কে বুঝিবে এ রহস্যজ্বালা
ঢেলে পড়ে গেছে সুধা,
শূন্য তাই হৃদয় পেয়ালা!

www.ahlehadeethbd.org

ইসলামী আদর্শ রূপায়ণে হযরত ওমরের ভূমিকা

মোহাম্মদ আবদুর রহমান

যুগে যুগে দেশে দেশে মানব সমাজ—দেহে, মনে ও আত্মায়, ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে প্রবলের নিষ্পেষণে, কুসংস্কারের বেড়াজালে, ভয়ভীতি, অজ্ঞানতা, অন্ধবিশ্বাস ও মোহ-মরীচিকার নাগপাশে এবং আত্মশক্তির অনোপলব্ধিতে যে আঁধারে ডুবরে মরছিল সেই দুসহ পরিবেশের অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভের রাজপথ প্রদর্শন করে যান শাশ্বত আলোক-বর্তিকা আল কুরআনের বাহক—বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ)। আল্লার কালাম কুরআন মজীদই মানবতার সত্যিকারের মুক্তি দিশারী, রসূলুল্লাহ (দঃ) ছিলেন সেই কুরআনের বাস্তব রূপায়ক এবং ভাষ্যকার। তাঁরই আদর্শ জীবন সর্ব মানবতার মুক্তি ও ঋদ্ধির শ্রেষ্ঠতম ও সুন্দরতম আলোক স্তম্ভ ও পথ প্রদর্শক। সেই আলোক বর্তিকাকে ধ্রুব তারা রূপে সামনে রেখে পরবর্তীকালে মানব সমাজের বিচিত্র পরিস্থিতিতে—ব্যাপক পরিমণ্ডলে মানুষের অগ্রগতিতে গভীর পদ রেখা যারা অঙ্কিত করে গেছেন দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমরের (রাঃ) নাম সিদ্দীকে আকবর হযরত আবুবকরের (রাঃ) পরেই উল্লেখযোগ্য এবং নানা কারণে আজিকার দিনে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

দুসমাধ্য সমস্যাভারে প্রপীড়িত বিশ্ব মুসলিম তথা বিশ্ব মানবতা আজও তাঁর অনুসৃত পথে চ'লে মুক্তির সন্ধান পেতে পারে—তাই তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা যত হয় ততই মঙ্গল।

শুরুতেই বলে রাখা প্রয়োজন যে, মানবতার মুক্তি পথে হযরত ওমরের বিরাট ও বহু ব্যাপক অবদানের দু একটি দিকেই এ প্রবন্ধে এলোমেলো-ভাবে সামান্য আলোকসম্পাত করা সম্ভব হবে।

স্বয়ং রসূলুল্লাহ (দঃ) বহু হাদীসে হযরত ওমরের (রাঃ) মহৎ গুণাবলীর জন্য—বিশেষ করে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি, দূরদৃষ্টি, সূক্ষ্মবুদ্ধি, সত্যোপলব্ধি ন্যায়নিষ্ঠা ও দুর্জয় সাহসের জন্য অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তাঁর প্রতি সর্বাধিক শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে সেই সব হাদীসে যাতে বলা হয়েছে,

لوكان نبيا بعدى لكان عمر بن الخطاب

"আমার পর যদি কেও নবী হতে পারতেন, খাত্তাবের পুত্র ওমরই সে নবী হতেন" শুধু নবী নয়, আল্লার রসূল (দঃ) অন্য হাদীসে বলেন,

لوكان الله باعثا رسولا بعدى لبعث عمر بن الخطاب

"আমার পর আল্লাহ যদি কাওকে রসূলরূপে প্রেরণ করতেন তা হলে ওমর ইবনুল খাত্তাবকেই প্রেরণ করতেন। উপরোক্ত এবং অনুরূপ আরও বহু হাদীস বিভিন্ন সূত্রে তিরমিযী,— আহমদ, হাকিম, তাবারাণী, কানযুল উম্মাল প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। বুখারীতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মত সমূহে মুহাদ্দস উত্থিত হয়েছেন,

فان يكن فى امتى احد فانه عمر

আমার উম্মতে যদি কোন মুহাদ্দস থেকে থাকেন, তিনি ওমর।" মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছে, তোমাদের পূর্ববর্তী বনী-ইসরাইলের মধ্যে এমনসব লোক নবী না হওয়া সত্বেও মুকাল্লম হ'তেন,

فان يكن في امتي احد فعمر

আমার উম্মতে যদি কেও মুকল্লম থাকেন—তিনি উমর।"*

জালালুদ্দীন সয়ূতী তাঁর 'তারীখুল খুলাফার' হযরত ওমর সম্বন্ধে বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ থেকে যে সব হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, তার কয়েকটি উক্ত গ্রন্থের ইংরাজী তর্জমা থেকে পেশ করছি:

* মওঃ আবদুল্লাহিল কাফী ঃ নবুওতে মোহাম্মদী ২৯৪, ২৯৫ পৃষ্ঠা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"Verily there have been among those who have gone before ye among the nations, men inspired, if there be such a one among my people it is Omar."—Bukhari.

"Verliy God hath placed truth upon the tongue of Omar, the son of al-Khattab and upon his heart'—Tirmizi.

'Verily I behold that the evil spirits among genni and men, fleeing from before Omar"—Tirmizi.

"The first with whom truth Joineth hands and the first it blesseth, and the first it taketh by the hand and entereth paradise is Omar"—Ibne Majah and Hakim

'Verily satan avoideth Omar.

—Ahmad and Ibne Asakir

"There is not an angel in heaven, but he revereth Omar and not a demon on earth but he fleeth from Omar—Ibne Asakir".

"The truth after me is with Omar".....

—Tabarani, Dailami

English Translation by Major H S. Jarrtet P. P, 120—122.

"তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে অনুপ্রাণিত লোকের আবির্ভাব ঘটেছে, আমার উম্মতে যদি কেও সেরূপ থেকে থাকে, তিনি ওমর"—বুখারী।

'আল্লাহ সত্যই খাত্তাবের পুত্র ওমরের যবানে এবং হৃদয়ে 'হক' সংস্থাপিত করেছেন।"

—তিরমিযী।

আমি নিশ্চয়ই দেখতে পাই মানুষ এবং জিনদের ভিতর দুষ্টের দল ওমর থেকে (তাঁর সন্ত্রাসে) দূরে পালিয়ে যাচ্ছে—তিরমিযী।

"প্রথম যে ব্যক্তির সঙ্গে 'সত্য' হাত মিলায় বরকত মণ্ডিত করে, প্রথম যাঁকে হাত ধরে স্বর্গে ঢুকায়, তিনি হচ্ছেন ওমর।"—ইবনে মাজাহ এবং হাকিম।

"নিশ্চয় শয়তান ওমরকে এড়িয়ে চলে'—আহমদ ও ইবনে আসাকীর।

"ঊর্ধাকাশে এমন কোন ফিরিশতা নাই যে ওমরকে শ্রদ্ধা না ক'রে এবং নিম্ন জগতে এমন কোন দানব নাই যে ওমর হ'তে না পালিয়ে বাঁচে"—ইবনে আসাকীর।

"আমার পর 'সত্য' ওমরের সঙ্গে"—তাবারাণী ও দয়লামী।*

বিশিষ্ট সাহাবীগণ এবং পরবর্তী যুগের মনীষিবৃন্দ হযরত ওমরের গুণাবলী ও কৃতিত্বের জন্য তাঁর প্রতি কতভাবে যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রকাশ করে গেছেন তার ইয়ত্তা নাই।

যে সব গুণাবলী ও কৃতিত্বের জন্য এই অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা বিগত ১৩ শত বৎসর যাবৎ তাঁর প্রতি নিবেদিত হয়েছে তাঁর যথার্থই প্রাপক তিনি।

তাঁর খেলাফত যুগে তিনি তাঁর অনুসৃত জীবন ধারা এবং শাসন নীতিতে কেমন করে ইসলামের আদর্শ ফুটিয়ে তুলেছিলেন তার দু চারটি নযীর পেশ করছি।

ব্যক্তিজীবন ঃ

বিরাট সাম্রাজ্যের অধিনায়ক ছিলেন হযরত ওমর। তাঁর ১০ বছরের খেলাফতকালে এত অধিক রাজ্য পরিসর খেলাফতে ইসলামীয়ার সংযুক্ত হয় যে, তার সমতুল্য প্রবল প্রতাপান্বিত রোমান ও পারস্য সম্রাটগণ শত শত বৎসরেও জয় করতে সমর্থ হননি। এক হাজার ছত্রিশটি নগর ও সংলগ্ন ভূখণ্ড তাঁর সময়ে বিজীত এবং খেলাফতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এত বিরাট সাম্রাজ্যের যিনি ছিলেন সর্বাধিনায়ক তাঁর বেশ-ভূষা ও আহার-বিহার সম্বন্ধে বিশ্বস্ত বিবরণ হচ্ছে এই ঃ

* বুখারীর রেওয়ায়তের বিশ্বস্ততা প্রশ্নাতীত। অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের বরাতে উল্লেখিত হাদীসের রেওয়ায়ত পরীক্ষা-সাপেক্ষ।

www.ahlehadeethbd.org

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, একদা খলীফা ওমর মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিচ্ছিলেন। দেখা গেল তাঁর কুর্তায় বাহুর কাছে চারিটি তালি, তহবন্দে চামড়ার তালি।

পানির মশক তিনি স্বীয় স্কন্ধে বহন করতেন, গর্ধবের নগ্ন পীঠে তিনি আরোহণ করতেন আর উটের পীঠে খেজুর গাছের শক্ত ছালের তৈরী গদিতে তিনি সওয়ার হতেন। তিনি হাসতেন না, ঠাট্টা-তামাসা করতেন না। তাঁর আংটিতে লেখা ছিল "হে ওমর! মৃত্যুই তোমার শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা" অতি সাধারণ খাদ্য তিনি গ্রহণ করতেন। শীতে একটি ও গ্রীষ্মকালে আর একটি জামা তিনি পরিধান করতেন।

বয়তুল মকদসে যাওয়ার পথে এক জায়গায় উটের পীঠ থেকে নেমে আমীরুল মু'মেনীন হযরত ওমর নিকটস্থ গ্রামের প্রধানকে ডেকে বললেন. "দেখ, আমার এই জামাটা মেরামত এবং ধোলাই করে দাও আর তোমার জামাটা কিছু সময়ের জন্য হাওলাত দাও।" মেরামত ও ধোলাইয়ের পর নিজের জামা গায়ে দিয়ে তিনি আবার পথ চলা শুরু করলেন।

বয়তুল মকদসে পৌঁছার কিছু পূর্বে প্রধান সেনাপতি আবু ওবায়দা হযরত ওমরের নিকটে এসে বললেন, "আমীরুল মু'মেনীন! আপনার এ অবস্থা দেখে স্থানীয় লোকেরা বড়ই আশ্চর্য্য বোধ করবে" ওমর বললেন, "আবু ওবায়দা! তুমি কি জাননা, ইসলামের পূর্বে আমাদের চাইতে হেয় ও নগণ্য জাতি পৃথিবীতে আর ছিল না? শুধু ইসলামের বদৌলতেই কি আল্লাহ আমাদের গৌরবান্বিত করেন নাই? ইসলামের দেওয়া মর্য্যাদার পরিবর্তে তোমরা যদি অন্য কোন গৌরব ও মর্য্যাদার অভিলাষ কর তা' হলে স্মরণ রেখো, আল্লাহ তোমাদের লাঞ্ছিত করবেন।"

গবর্ণরদের প্রতি আচরণ

শুধু নিজের বেলাতেই নয়—কাউকে কোন অঞ্চলের গবর্ণর নিযুক্ত করার সময়েও হযরত ওমর লোকদের সামনে তাকে হাযির করে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতেন যে, তিনি অশ্ব-পৃষ্ঠে সওয়ার হবেন না, উৎকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণ করবেন না, উত্তম পোষাক পরিধান করবেন না, বিচার প্রার্থীদের জন্য তার দ্বার রুদ্ধ থাকবে না—এসবের ব্যতিক্রম ঘটলে তাকে শাস্তি গ্রহণ করতে হবে। শুধু কথায় নয়, সত্য সত্যই তিনি শাস্তি দিতেন।

একদিন এক ব্যক্তি ওমরের নিকট এসে অভিযোগ করলো. "মিসরে আপনার শাসনকর্তা আয়ায বিনে গনম মিহি কাপড় পরছে আর দ্বাররক্ষী নিযুক্ত করেছে।" অভিযোগ শুনে হযরত ওমর তৎক্ষণাৎ তাঁর ব্যক্তিগত দূত মোহাম্মদ বিন মসলমাকে হুকুম করলেন "যাও, যে অবস্থায় পাও আয়াযকে এনে হাযির কর," হুকুম মুতাবিক তিনি মিসরে গিয়ে আয়াযকে বললেন, "এক্ষুণি চলুন।" আয়ায বললেন, "আগে কাপড়টি পাল্টিয়ে নেই।" মোহাম্মদ বিন মসলমা বললেন, "না, তা হবে না। যেমন আছেন তেমনিই যেতে হবে।" সে অবস্থাতেই তাকে মদীনায় ধরে নিয়ে এলেন। হযরত ওমর বললেন, "জামা খোল!" জামা খোলার পর তার গায়ে মোটা পশমী জামা ও মাথায় ছাগচর্মের টুপী পরিয়ে এবং একখানা লাঠি হাতে দিয়ে বল্লেন, "যাও, এখন ছাগল চড়াও গিয়ে।" আয়ায বললেন, "এর চাইতে আমার মৃত্যুই শ্রেয়।" ওমর বললেন, "তোমার বাপের এই পেশাই ছিল।"—(কিতাবুল খিরাজ)। শাসনকর্তাদের প্রতি শাস্তি দানের এরূপ আরো বহু দৃষ্টান্ত হযরত ওমরের শাসন-আমলে দেখতে পাওয়া যায়।

একবার হজ্বের সময় ওমর ফারুক হজ্বে সমবেত তদীয় গবর্ণরদের সামনে জনসাধারণকে সম্বোধন করে বল্লেন, আপনারা শুনে রাখুন, আমি আমার অফিসারদিগকে আপনাদের দেহে আঘাত হানার এবং আপনাদের ধন গ্রাস করার জন্য প্রেরণ করি নাই, আমি তাদেরকে আপনাদের নিকট পাঠিয়েছি আপনাদের দীন এবং সুন্নাহ শিক্ষা দিতে। যে অফিসার এর ব্যতিক্রম করবে তার সম্বন্ধে আমার কাছে আপনারা অভিযোগ করুন—আমি প্রতিশোধ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গ্রহণ করব। মিশরের শাসনকর্তা একথা শুনে বলে উঠলেন, হে আমীরুল মুমেনীন, যদি কেও তার লোকদের আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য মারে—তবুও কি আপনি তাকে শাস্তি দেবেন? ওমর বললেন, "হাঁ, যার হস্তে মোহাম্মদের (দঃ) প্রাণ রয়েছে তার শপথ! আমি তার থেকেও প্রতিশোধ নেব, আমি অবশ্যই তার নিকট থেকে প্রতিশোধ নেব। আমি রসূলুল্লাহকে (দঃ) দেখেছি তিনি স্বয়ং নিজের নিকট থেকেও প্রতিশোধ নিতেন। সাবধান, আপনারা মুসলমানদের দেহে আঘাত হানবেন না। তাদেরকে অপদস্ত করবেন না। তাদের হক নষ্ট করে তাদেরকে অবাধ্যতার পথে ঠেলে দেবেন না *

হযরত ওমরের এই অনুসৃত নীতির পশ্চাতে যে বস্তু সক্রিয় ছিল তা ছিল এই ঃ তাঁর হৃদয়ে আল্লার ভীতি, তাঁর নিকট জবাবদিহীর চিন্তা, রসূলুল্লার (দঃ) ও হযরত আবুবকরের আদর্শ এবং তাঁর হৃদয়ের গভীরে এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, শাসক হচ্ছেন জনসাধারণের শ্রেষ্ঠতম সেবক এবং তাঁদের সর্বোত্তম আদর্শ। ইসলামের নীতি তিনি তাঁর ব্যক্তি জীবনে অতি কঠোর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন বলেই তাঁর সময়ে কারোর ভিতর বিলাসিতা ও আত্মম্ভরিতার ভাব প্রকাশ পাওয়ার সুযোগ ঘটে নাই।

জনসাধারণের সেবার দায়িত্ব পালন ঃ

তালহা বিনে আবদুল্লাহ বলেন, এক অন্ধকার রাত্রে হযরত ওমরকে আমি এক গৃহে প্রবেশ করতে দেখি। সকাল বেলায় সেই গৃহে ঢুকে তথায় এক বৃদ্ধকে দেখতে পাই। তাঁকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি বহু কাল থেকে লোকটি তার কাছে আসে। তার যা প্রয়োজন বাজার থেকে এনে দেয়। তার মলমূত্র পরিষ্কার করে দেয়। কিন্তু বৃদ্ধা তাঁকে চিনে না। তালহা বলেন, আমি মনে মনে বললাম, তালহা, তুই মর! আর তোর মা তোর জন্য কেঁদে কেঁদে মরুক! তুই ওমরের গুপ্ত রহস্য ভেদ করতে চাস?

দিনের আরাম আর রাত্রির নিদ্রা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে খলীফা ওমর যে ভাবে জনসাধারণের তত্ত্ব তালাশ নিয়ে তাদের সেবার মহত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তা ইতিহাসের পাতায় আজও ভাস্বর হয়ে আছে এবং চিরদিন থাকবে।

তাঁর খেলাফতকালে এক দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই করাল দুর্ভিক্ষের সময়ে মানুষের ক্ষুৎ পিপাসা নিবারণ ও দুঃখ দূরীকরণে তিনি অক্লান্ত শ্রম ও কৃচ্ছ্রসাধনার যে নমুনা রেখে গেছেন দুনিয়ার ইতিহাসে তা বেনজীর। তাঁর খেলাফতের অধীনে জনসাধারণ না খেয়ে মরবে আর তিনি উদর পূর্তি করে খাবেন এরূপ কল্পনাও ছিল তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তিনি খেতে বসে একবার বলেছিলেন, কি নাদান অধিনায়ক আমি—আমি খাদ্য গলাধঃকরণ করছি আর আমার জনগণ ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে! এ সময় তিনি গোশত এবং ঘি খাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন। যবের শুষ্ক রুটি আর জলপাইর তেল ছাড়া অন্য কোন খাদ্য তিনি গ্রহণ করতেন না। তাঁর গৌরবর্ণ চেহারা এজন্য কাল ও মলিন হয়ে গিয়েছিল। তাঁকে চিনতে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। তিনি জনসাধারণের অবস্থা দেখে আকুলভাবে কাঁদতেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর চোখের নীচ দিয়ে দুটো কাল রেখা পড়ে গিয়েছিল।—ইবনে কসীর।

ডক্টর তাহা হোসাইন তদীয় "হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও হযরত ফারুকে আযম" গ্রন্থে বলেন, তাঁর এই ধরণের আহারের ফলে পেটে ব্যাথা আরম্ভ হয়ে যায়। হযরত ওমর ব্যাথার স্থানে হাত রেখে পেটকে নির্দেশ করে একথা বললেন, "হে পেট! যত ব্যাথাই অনুভূত হোক এ খাদ্যই তোকে গ্রহণ করতে হবে—যতদিন পর্যন্ত জনসাধারণ এই করাল দুর্ভিক্ষের কবলে নিপতিত

* মওঃ মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী, পাকিস্তানের শাসন সংবিধান ঃ ৮০।৮১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

থাকবে।" শুধু নিজেই নন—তাঁর বিবি বাচ্চাগণকেও এই কষ্ট দীর্ঘ দিন সহ্য করতে হয়েছে। হযরত ওমর দুর্ভিক্ষের সময়ে যেখান থেকে সম্ভব খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত এলাকায় পৌঁছানো এবং বিতরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে দেন। বায়তুল-মাল থেকেও তিনি জনসাধারণকে খাদ্য সরবরাহ করতে থাকেন। অনেক সময়ে নিজেই মাথায় বয়ে নিয়ে ক্ষুধার্তদের দ্বারে খাদ্য পৌঁছিয়ে দিতেন। তিনি ঘোষণা করে দেন, বায়তুলমালের খাদ্যে না কুলালে যাদের আছে তাদেরকে যাদের নেই তাদেরে সঙ্গী করে খাদ্য ভাগ করে খেতে হবে। ডক্টর তাহা হোসেন তাঁর "আবুবকর সিদ্দীক ও ওমর ফারূক" গ্রন্থে বলেন,

حضرت عمر رض اس بات کو کسی
قیمت پر گوارہ نہیں کر سکتے تھے
کہ سوسائٹی کا ایک طبقہ آسودہ رہے
اور ایک بھوک سے مر جائے حضرت
عمر رض اندرونی علاقوں میں غذائی
سامان بھیجکر آپ نے بڑی حد تک
صورت حال پر قابو پالیا تھا •

"হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর মনে এটা মোটেই বরদাশত করতে পারতেন না যে, সমাজের একদল লোক পরিতৃপ্ত হয়ে থাবে আর অপর একদল অনাহারে মরবে। তিনি তাঁর খেলাফতের এলাকাগুলোতে খাদ্য বস্তু প্রেরণের বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রে অবস্থার উন্নয়ন সাধনে সক্ষম হন।"

তাঁর খেলাফত কালে বিভিন্ন বিজিত রাজ্য থেকে গণীমতের যে অগাধ ধন বায়তুলমালে সঞ্চিত হচ্ছিল তিনি তা শ্রেণী মুতাবিক সকলের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বণ্টিত ক'রে দেন। তিনি একদিন বলেন, "আল্লার শপথ, ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকই এই ধনের অধিকারী আর এতে সব চাইতে বেশী দাবী রয়েছে ক্রীতদাসদের, আর আমি তোমাদেরই মত একজন সাধারণ ব্যক্তি বই অন্য কিছু নই।... আল্লার শপথ, আমি যদি বেঁচে থাকি সন্আর পাহাড়ের প্রত্যেক রাখালকে তার প্রাপ্য ধন আমি তার বাসস্থানেই পৌঁছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব।"

দুগ্ধপায়ী শিশু ছাড়া আর সবাইর তালিকা প্রস্তুত করে তিনি প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ বিতরণের ব্যবস্থা করেন। এ দেখে স্তন্যদাত্রী মা-রা তাড়াতাড়ি শিশুর দুধ ছাড়াতে শুরু করলেন। হযরত ওমরের নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তাঁর কোমল হৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠে। তিনি অতঃপর দুগ্ধপায়ী শিশুদের জন্যও একটা অংশ নির্দিষ্ট করে দেন।

ইরাক ও শ্যামের বিজিত রাজ্যের জমি সমূহের বন্দোবস্তের প্রশ্নে হযরত উমরের সঙ্গে সেনাবাহিনী এবং বিশিষ্ট কতিপয় সাহাবীর ঘোরতর মতভেদ দেখা দেয়। হযরত ওমর মনে করেন, বিজিত রাজ্যের ভূমি এবং জলা সমূহ রাষ্ট্রের কব্জায় থাকবে। তিনি কোরআন মজীদের সুরা হাশরের ৬ষ্ঠ হইতে ১০ম আয়তের উপর গভীর চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। মওলানা শিবলী নোমানী তাঁর 'আল-ফারূকে লিখেছেন:

Omar inferred from them that the coming generation had a share in the conquests, but if the lands were divided up among the conquerers, nothing would be left for the coming generation. The Caliph advanced his contention in a forceful speech so that the whole audience acclaimed it unanimously on the basis of Omar's inference. The principle was established that the countries conquered would be the property of the state and not of the conquering forces and former occupants of lands would not be disposessed. (Omar the great, English Translation P. 45.)

"ওমর উক্ত আয়াতগুলো থেকে এই অর্থ গ্রহণ করেন যে, বিজয়ের ফলের উপর ভবিষ্যৎ বংশধরদেরও অংশ আছে। কিন্তু জমি সমূহ যদি বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হয়, তা হলে পরবর্তী লোকদের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। খলীফা তাঁর অভিমত একটি যুক্তি নির্ভর তেজস্বী বক্তৃতায় এমন ক'রে বুঝিয়ে দিলেন যে, সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী এক বাক্যে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাঁর অভিমতকে সমর্থন ও অভিনন্দন জানালেন। ফলে এই নীতি সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, বিজীত রাজ্যসমূহ সম্প্রদায় বিশেষের ভোগ দখলে না গিয়ে সরকারের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হবে আর ভূমির পূর্ব দখলকারীদিগকে তাদের দখল থেকে উচ্ছেদ করা হবে না।"

হযরত ওমর ইরাকের শাসন কর্তা সাআদ বিন আবী ওয়াক্কাসকে লিখে পাঠালেন, "এই ফর্মান হস্তগত হওয়া মাত্র আপনি সমুদয় অস্থাবর সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেবেন। কিন্তু জমি আর জলা বণ্টন করবেন না। এগুলো ইসলামী রাষ্ট্রের খাস দখল থাকবে যাতে করে অনাগত কালের মুসলমানদেরও এই জমিতে অধিকার বর্তে।"

"যারা আমাদের সাথে লড়াই না করে ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের অধিকার অন্যান্য মুসলমানদের মতই হবে আর অপরাপর মুসলমানের মতই ইসলামের দাবী তাদের উপরেও প্রযোজ্য হবে।"

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী তার "ইয়ালাতুল খাফা আন খেলাফাতিল খুলাফা" গ্রন্থে الكلام فى تقسيم اراض العراق والشام অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বইটির উর্দু তরজমাও বের হয়েছে। উৎসাহী পাঠক পড়ে দেখতে পারেন।

বিচার ব্যবস্থাকে হযরত ওমর শাসন ব্যবস্থা থেকে পৃথক এবং স্বাধীন করে দেন। বিচারক নির্বাচনে তিনি অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করেন। বিচারকদেরকে তিনি ন্যায়নিষ্ঠভাবে বিচার করার জন্য বহু মূল্যবান উপদেশ প্রদান করেন। তাদের জন্য নিয়ম কানুন বেঁধে দেন। তাঁর বিচার ব্যবস্থায় ব্যথিত মানবতা মুক্তির সন্ধান লাভ করে *

* এই প্রবন্ধ রচনায় প্রবন্ধে উল্লেখিত গ্রন্থ সমূহ ছাড়াও মরহুম আল্লামা আবদুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী রচিত এবং সাপ্তাহিক 'আরাফাতে' (প্রথম বর্ষ—বিভিন্ন সংখ্যায়) প্রকাশিত 'খুলাফায়ে রাশেদীন' শীর্ষক নিবন্ধ থেকে বহু তথ্য গৃহীত। ২রা মে, ১৯৬৫ পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে 'ইসলামী একাডেমী মিলনায়তনে' অনুষ্ঠিত সিম্পোজিয়ামে লেখক কর্তৃক পঠিত।

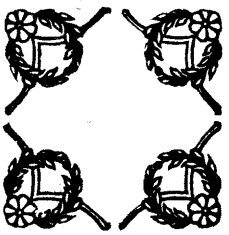

www.ahlehadeethbd.org

সভাপতির অভিভাষণ

(রংপুর জেলা আহলেহাদীস কনফারেন্স,
২৩শে ও ২৪শে এপ্রিল, ১৯৬৫)

॥ ডক্টর মোহাম্মদ আবদুল বারী ডি-ফিল্ ॥

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ذى المجد والكرم، الذى علم بالقلم، علم الانسان مالم يعلم، والصلوة والسلام على رسوله محمد سيد العرب والعجم، الذى جاء بالقرآن المعجز فاقتحم البلغاء وابكم، وعلى آله واصحابه الذين بلغوا عنه بالسنان واللسان والقلم •

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, প্রতিনিধিবৃন্দ, উলামায়ে কেরাম এবং সমবেত বন্ধুগণ,

ইখ্তিয়ারুদ্দীন মুহাম্মদ বিন বাখ্তিয়ার খালজীর স্মৃতিবিজড়িত এই ঐতিহাসিক নগরীতে রংপুর জেলা আহলে-হাদীস কনফারেন্সে সম্মিলিত হ'তে পেরেছি বলে সর্বপ্রথম সর্বসিদ্ধিদাতা রাব্বুল আলামীনের শোকর আদা করছি। অভ্যর্থনা সমিতি বিভিন্ন বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েও অতি অল্প সময়ে অতি সুন্দর ও মনোরম আয়োজন করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করলেন। যাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আগ্রহে আজকের এই মহতী অধিবেশন সম্ভবপর হয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে এবং আমাদের একমাত্র জামাআতী প্রতিষ্ঠান—পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলে-হাদীসের তরফ থেকে তাঁদের মোবারকবাদ জানাই।

রংপুর জেলা আহলে হাদীস কনফারেন্সের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার গৌরব দান করে আমার প্রতি আপনারা যে স্নেহ ও সম্মান প্রদর্শন করেছেন তার জন্য আপনাদের কাছে আমি অত্যন্ত মামনূন; আপনারা আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন! যোগ্যতর কাঁধে এ গুরু দায়িত্বভার অর্পিত হ'লে সব দিক দিয়ে শোভন হোত বলে আমি মনে করি। স্বীয় অযোগ্যতা ও অনবসরতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল হ'য়েও প্রধানতঃ দুটি কারণে আপনাদের বিলম্বিত মনোনয়ন আমি আনন্দের সাথে গ্রহণ করেছি।

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় শতকের শুরুতে এই জেলার মুসলিম অধিবাসীদের বিষয়ে বলতে গিয়ে A Vas সাহেব রংপুরের District Gazetteer এ মন্তব্য করেছিলেন ঃ

"Almost all the muhammadans of the district are sunnis. There is a very small sect who are indifferently known as muhammadis, Farazis, Sharais or Rafi yadains, They are orthodox followers of the koran and the Hadis or Traditions. They do not venerate the pirs, nor do they celebrate the moulood—the anniversary of the birth of the Prophet.

অর্থাৎ "(জেলার) প্রায় সব মুসলমান ই সুন্নী। (এ ছাড়া) একটি খুব ছোট দল আছে যারা মুহাম্মদী, ফারাযী, শারায়ী এবং রাফ-ই-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইদায়ন ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত। এরা কোরান ও হাদীসের একনিষ্ঠ অনুসারী। এরা পীরের পূজা করেনা এবং রসূলের জন্মদিনে মওলুদ পাঠ করেনা"

Vas বর্ণিত সে দিনের অতি ক্ষুদ্র দলটি আজ আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে বৃহৎ জামাআতে পরিণত হয়েছে। বিদেশী রাজ কর্মচারী যাঁদের 'সুন্নী' বলতে প্রস্তুত ছিলেন না, কিতাব ও সুন্নাহর অকুণ্ঠ অনুসরণ তাঁদের দান করেছে আলহাদীসের 'তরজুমানের সম্মান। তাঁদের নকীবরা আজ শহরে পল্লীতে প্রচার করে চলেছেন 'আরাফাতের' মহামিলনের আহবান। আজকের এই অধিবেশন আপনাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মোপলব্ধির অভিব্যক্তি মাত্র। হারাগাছের শপথ আজ রূপ নিয়েছে রংপুর শহরে এই কনফারেন্স অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। আপনারা আমার মোবারকবাদ গ্রহণ করুন!

অন্য কারণটি হল ব্যক্তিগত। রংপুরের সাথে আমাদের সম্পর্ক অনেক পুরনো। আমার পিতামহ মরহুম আল্লামা আবদুল হাদী সাহেব অবিমিশ্র সুন্নাহর অনুসরণের পাপে (?) জন্মভূমি থেকে হয়ে ছিলেন বহিষ্কৃত, আত্মীয় স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত! বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের হুগলী বর্ধমান এলাকায় যখন তিনি অবস্থান করছিলেন তখন তাঁর উসতায শায়খুল ইসলাম হযরত মওলানা সাইয়েদ নাযীর হুসেন সাহেব দেহলভীর নির্দেশক্রমে উত্তর বঙ্গে ইসলাম প্রচারে এসে এই জেলার বদরগঞ্জ থানার লালবাড়ী গ্রামে তিনি বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সুযোগ্য সন্তান পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি হযরতুল আল্লামা মওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল কুরায়শী সাহেব (রহঃ) তাঁর শৈশব ও কৈশোরের কিছু সময় কাটিয়েছিলেন এই শহরে। আজ যে বিদ্যালয়ের মাঠে আপনাদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সে বিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন ছাত্র। আমার জন্য তাই আপনাদের দাওয়াত ছিল পরম লোভনীয়। জ্ঞানী গুণীরা অবশ্য বলবেন: লোভ সংবরণ করা বুদ্ধিমানের কাজ।

বন্ধুগণ, আমাদের জাতীয় ইতিহাস নতুন করে লিখার উদ্যোগ আয়োজন চলেছে। এ সময়ে 'আহলে হাদীস' নাম শুনে বেশামাল হয়ে পড়লে চলবেনা। এঁদের সাথে আপনাদের প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হ'তে হ'বে। এঁদের সাফল্য ও ব্যর্থতার ইতিহাস আপনাদের জানতে হবে। এঁদের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সেবা ও খেদমাত সম্পর্কে আপনাদের অবহিত হতে হবে। উইলিয়ম উইলসন হাণ্টারের রোগগ্রস্ত চোখ দিয়ে না দেখে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এঁদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম আপনাদের পর্য্যালোচনা করতে হ'বে। আপনাদের স্বাধীনতা আন্দোলন কি ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে শুরু হয়েছিল? স্বাধীনতার শপথ আমরা কি শুধু ১৯৪০ সালে লাহোরে গ্রহণ করেছিলাম? ১৯০৬ সালে ঢাকা নগরীতে মুসলিম লীগের জন্ম মুহূর্তেই কি আযাদীর আওয়ায ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল উপমহাদেশের প্রতিটি শহর ও পল্লিতে? আমরা যখন হিন্দুস্তানী ও বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী ও সিন্ধি, পাঠান ও মোপলাতে বিভক্ত হয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের রাজ্য বিস্তারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করছিলাম, দেশ ও জাতির সে দুর্দিনে ইংরেজদের মতলব কারা ফাঁস করে দিয়েছিল? হিন্দভূমি 'দারুল হারবে' পরিণত হওয়ায় কারা হৃত আযাদী পুনরুদ্ধারের জন্য জানমাল কোরবান

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করেছিল? দীন-ই-ইলাহীর মায়াজালে আমরা যখন আবদ্ধ হয়ে পড়ছিলাম, 'মাজমাউল বাহরানে'র ক্লিন্ন জলে আমরা যখন অবগাহন করছিলাম, পাঁচ পীর—সত্যপীর—কালু গাজীর পূজারী হয়ে আমরা যখন অভিন্ন ভারতীয় লোক-ধর্মের জয়গান করছিলাম, আমাদের একদল যখন 'ভারতের মহামানবের সাগর তীরে' 'এক দেহে' 'লীন হবার সাধনায় রত ছিলেন, তাসাউফ ও সুফীবাদের নামে দেশ যখন ন্যাড়া ফকিরে ছেয়ে গিয়েছিল অথবা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার নামে প্রাচ্যের সব কিছু বর্জন করা যখন ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন স্বতন্ত্র মুসলিম জাতীয়তা বোধের পবিত্র আমানতকে কারা সযত্নে রক্ষা করেছিল? পাকিস্তানের ঐতিহাসিকদের এ সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে হ'বে।

বন্ধুগণ, বিভিন্ন দল ও উপদলগুলির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ব্যক্তি বিশেষকে কেন্দ্র করেই এগুলির উৎপত্তি ও বিস্তৃতি ঘটেছে। "রাজনৈতিক ও মযহাবী ফির্কাবন্দীর ইতিহাসে ব্যক্তিবিশেষের প্রাধান্য এরূপ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে যে, ফির্কা বা পার্টির অন্তভুক্ত কোন ব্যক্তি আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও কর্মসূচীর অনুসরণের দিক দিয়ে যতই অগ্রগণ্য হোক না কেন, ফির্কার ইমাম বা পার্টির নেতার পুরাপুরি ভক্ত ও অনুগত না হওয়া পর্য্যন্ত তার শিক্ষা ও কর্মতৎপরতার কোন মূল্যই স্বীকৃত হয় না। আদর্শনিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতা অপেক্ষা ফির্কাবন্দীর ইতিহাসে দলীয় নেতার প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য এবং তার অন্ধ অনুসরণ বা 'তাকলীদ'কে অধিক মূল্য দেয়া হয়ে থাকে। ফির্কাপরস্তের দল কালক্রমে দলপতির ভ্রম ও প্রমাদগুলি একান্ত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করে চলতে থাকে এবং দলীয় আদর্শ ও কর্মসূচীর নামে দলপতির ব্যক্তিগত উক্তি ও আচরণের বিরোধ ঘটলে অন্ধ ভক্তের দল নেতার উক্তি ও আচরণকেই প্রাধান্য দান করে। ফলে আদর্শ নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতার পরিবর্তে গোঁড়ামী ও অহমিকা ফির্কার সকল কার্য্যকলাপের উপর প্রভাব বিস্তার করে বসে।

পক্ষান্তরে 'তাহরীকে আহলে হাদীস' একটি আদর্শ ভিত্তিক আন্দোলন। আহলে হাদীসদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী স্বীয় অমর গ্রন্থ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায় বলছেন:

اذ لم يجدوا في كتاب الله اخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان مستفيضا دائرا بين الفقهاء او يكون مختصا باهل بلد او اهل بيت او بطريق خاصة وسواء عمل به الصحابة او الفقهاء او لم يعملوا به •

অর্থাৎ "কোন সমস্যার সমাধান আল্লাহ পাকের পবিত্র গ্রন্থ আল্-কোরআনে পাওয়া না গেলে আহলে হাদীসরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের হাদীস থেকে তা গ্রহণ করে থাকেন—সে হাদীস মুসলিম ব্যবহার শাস্ত্রবিদদের মধ্যে প্রচারিত থাকুক অথবা কোন নির্দিষ্ট নগর বা পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকুক; (সে হাদীস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হোক) বা মাত্র একটি সনদে বিবৃত হোক; সে হাদীসের উপর সাহাবা ও ফকীহ্গণ আমল করে থাকুন আর না থাকুন।"

শাহ সাহেব আরও বলেছেন:

متى كان فى المسئلة حديث فلا يتبع فيما خلافه اثر من الاثار ولا اجتهاد احد من المجتهدين •

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অর্থাৎ 'কোন সমস্যার সমাধান রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীসে পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে কোন সাহাব', তাবেয়ী, ইমাম ও মুজতাহিদের সিদ্ধান্তের অনুসরণ আহলে হাদীসগণ করবেন না"।

আহলে হাদীস আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ব'লে উল্লিখিত হলেও হাদীসের এই সার্বভৌমত্ব মুসলমানদের কোন দল আদর্শগত ভাবে অস্বীকার করতে পারেননি। আহলে হাদীসদের ন্যায় সুন্নাহ্পন্থী অন্যান্য স্কুলগুলিও কোরআনের পর হাদীসকে দলীল হিসাবে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছেন। সেজন্য সমষ্টিগতভাবে তাঁরা 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত' নামে পরিচিত। কিন্তু হাদীসের প্রামাণিকতা স্বীকার করা আর তাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহন করে যথাযথ অনুসরণ করা এক কথা নয়। মুহাদ্দিস দেহলভীর উক্তি বিশ্লেষণ করলে আমাদের এ উপসংহারে অবশ্যই উপনীত হ'তে হবে যে, হাদীস গ্রহন ও অনুসরণ করার যে নীতি আহলে হাদীসগণ অবলম্বন করেছেন অন্যান্য দলের জন্য তা অনুসরণীয় নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, শাফেয়ীগণ শুধুমাত্র সে হাদীসগুলিরই অনুসরণ করেন যেগুলি তাঁদের ইমাম বা স্কুল কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) কর্তৃক গৃহীত বা তাঁর মযহাব কর্তৃক অনুসৃত এমনকি কোন বিশুদ্ধ হাদীসকেও গ্রহণ করতে তাঁরা রাযী নন। তাঁদের ক্ষেত্রে তাই হাদীসের অনুসরণ ইমামের অনুসরণের নামান্তর মাত্র। কোরআন ও হাদীসের প্রত্যক্ষ ও অকুণ্ঠ অনুসরণের পরিবর্তে তাঁরা স্বীয় নেতার অভিমত বা সিদ্ধান্ত মাত্র অনুসরণ করেন এবং মাযহাবের প্রতিকূল কোন হাদীস তাহকীক ক্ষেত্রে অধিকতর গ্রহনযোগ্য বলে প্রমাণিত হ'লেও তার পরোক্ষ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন। ফলে কোরআন ও হাদীসের সর্বভৌমত্ব আজ বিলুপ্ত হ'তে বসছে। রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নির্দেশ প্রতিপালন আজ ইমাম, মুজতাহিদ, অলি, দরবেশ ও পীর সাহেবানের অনুমতি ও অনুমোদনসাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ তাই আমাদের স্মরণ করা উচিত দ্বিতীয় শতকের স্বনামধন্য ফকীহ ইমাম সুফ্য়ান সাওরীর বাণী :

لا يقبل قول الا بعمل ولا يستقيم قول وعمل الا بنية ولا يستقيم قول وعمل ونية الا بموافقة السنة •

অর্থাৎ "আমল ছাড়া মুখের কথা গ্রহণযোগ্য নয়; আবার নীয়তের বিশুদ্ধতা ছাড়া কথা ও কাজ সার্থক হয়না এবং রসূলুল্লাহ (দঃ) এর আদর্শের অনুরূপ না হওয়া পর্যন্ত কোন কথা, কাজ বা নীয়ত বিশুদ্ধ হ'তে পারে না।"

যাঁরা মনে করেন যে, আহলে হাদীসরা একটি নতুন মতবাদ প্রচার করছে বা তাদের কার্যতৎপরতা শুধুমাত্র হিন্দ-পাকিস্তানে সীমাবদ্ধ রয়েছে তাঁদের আমি উস্তায আবু মনসুর আবদুল কাহের বাগদাদীর 'উসূলুদ্দীন' গ্রন্থ পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। উসতায বাগদাদীর মতে আরব, শাম, ইরাক, ইরান, মিসর, য়ামন ও আফ্রিকা-এশিয়া সীমান্তবর্তী এলাকার অধিবাসীবৃন্দ সকলেই হিজরী দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত আহলে হাদীস মতালম্বী ছিলেন। স্বনামখ্যাত ভৌগলিক আল মাকদেসী তাঁর 'আহসানুত তাকাসীম' গ্রন্থে মুসলিম বিজীত হিন্দ এলাকার বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে বলেছেন : "এবং মুসলমানগণ অধিকাংশই আহলে হাদীস।" ইসলামের প্রথম যুগে সকলেই নিজকে মুসলিম নামে আখ্যাত করতেন। শিয়ী-খারেজী, জাহমী-মুতাযিলী, রাফেযী-নাসেবী, মুরজিই-মুআত্তিলা প্রভৃতি ফিৎনার উদ্ভব হ'লে পরই মাত্র আল-

www.ahlehadeethbd.org

কোরআন ও আল-হাদীসের অকুণ্ঠ অনুসরণে অবিচল মুসলিমবৃন্দ আহলে হাদীসরূপে নিজদের পরিচিত করতেন এবং অন্যান্যরা সেভাবে তাঁদের গ্রহণ করতেন। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন :

ومن اهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل ان يخلق الله ابا حنيفة ومالكا والشافعي واحمد فانه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند اهل السنة والجماعة •

অর্থাৎ "আল্লাহ তাআলা আবুহানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ—মহামতি ইমাম চতুষ্টয়কে সৃষ্টি করারও পূর্বে আহলে সুন্নাতের একটি সনাতন ও সুপরিচিত মযহাব ছিল। এটা সাহাবাদের মাযহাব যা তাঁরা তাঁদের নবী (দঃ) এর নিকট থেকে শিক্ষা করেছিলেন। যে ব্যক্তি এই মাযহাবের বিরোধিতা করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে তারা বিদআতী বলে প্রতিপন্ন হবে।"

হিদায়ার টীকা এনায়ার বিবরণ মতে হাযরাত ইমাম আবু হানীফার যামানাতেও আহলে হাদীসরা সমভাবে বিদ্যমান ছিলেন। হযরত ইমাম সাহেব যখন বাগদাদে প্রবেশ করেন তখন সরস খেজুরের বিনিময় সুসিদ্ধ কিনা সে নিয়ে আহলে হাদীসদের সাথে তাঁর বিতর্ক হয়।

আল্লামা সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীন বিন আবেদীন শামী হানাফী ফিকহের গ্রন্থ রদ্দুল মুহতার رد المحتار এ তাতারখানিয়া ও ফাতাওয়ায়ে হাম্মাদীয়ার বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন :

حكى ان رجلا من اصحاب ابى حنيفة خطب الى رجل من اصحاب الحديث ابنته فى عهد ابى بكر الجوزجانى فابى الا ان يترك مذهبه فيقرأ خلف الامام ويرفع يديه عند الانحناء ونحو ذالك فاجابه فزوجه •

অর্থাৎ "কথিত আছে, ইমাম আবু বকর জুযজানীর আমলে জনৈক হানাফী কোন আহলে হাদীসের নিকট তার কন্যার পাণি প্রার্থনা করে। আহলে হাদীস লোকটি জানায় যে, হানাফী তার মাযহাব ত্যাগ করে ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠ এবং রুকুতে যাওয়া এবং রুকু থেকে উঠার সময় হাত না উঠান অর্থাৎ রাফ-ই-ইদায়ন ইত্যাদী আহলে হাদীস মাযহাবের কাজ না করা পর্য্যন্ত সে তাকে কন্যা দান করবে না। হানাফী ব্যক্তি কন্যার পিতার শর্ত গ্রহণ করাতে তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়।" এ গুলো উদ্ধৃতি থেকে এ কথা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের ইতিহাসের সকল যুগে সর্বদেশে আহলে হাদীসরা স্বীয় মতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। *

বন্ধুগণ, নিজেদেরকে আহলে হাদীসরূপে পরিচয় দান করলেই কি আমরা বেহেশতের সার্টিফিকেট লাভ করব? না ঈমান ও আমলে, আখলাক ও মুআমালাতে সম্পূর্ণরূপে ইসলামী জীবন যাপন করলে মাত্র আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনুগ্রহ লাভের আশা করতে পারি? আমরা মুখে আহলে হাদীস হ'ব' না কথায় ও কাজে আলকোরআন ও আস্-সুন্নাহর অনুসারী হ'ব? আমাদের গঠনতন্ত্রের দ্বিতীয় ধারার ব্যাখ্যাতে বলা হয়েছে যে, আমাদের আন্দোলনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হোল :

* তাকলীদ সম্পর্কে এই আলোচনা মূলতঃ আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রহঃ) কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন অভিভাষণ—যে গুলি 'আহলে হাদীস পরিচিতি' নামক পুস্তকে সংকলিত হয়েছে—এর উপর ভিত্তি করে বিরচিত।

www.ahlehadeethbd.org

"ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, তমদ্দুনী, রাষ্ট্রিক, ব্যবহারিক ও আধ্যাত্ম-জীবনের যে পূর্ণাংগ ও সর্বশেষ বিধান আল্লাহ তদীয় শেষ নবী ও রসূলগণের সম্রাট, নিখিল ধরণীর রহমত হযরত মোহাম্মদ মুছতফার (দঃ) মাধ্যমে বিশ্ববাসীর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, স্বয়ং তাহা অনুসরণ করিয়া চলা এবং জীবনের প্রতি স্তরে উক্ত বিধানকে বাস্তবায়িত করার জন্য আগ্রহশীল ও কর্মতৎপর হওয়া।"

আজ আমাদের নিজেদের জিজ্ঞাসা করে দেখার সময় এসেছে যে, আমরা ক' জন আমাদের এ উদ্দেশ্য সফল ও সার্থক করে তোলার জন্য সজ্ঞানে ও সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করি। আমাদের মধ্যে যারা নিজেদেরকে আহলে হাদীসরূপে পরিচয় দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন বা আজকের কনফারেন্সের মত কনফারেন্স অনুষ্ঠানের মধ্যে ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতির আঁচ করেন তাঁদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। তাঁরা নিজেদের বিস্মৃত হয়েছেন এবং প্রভুর পথ থেকেও বিচ্যুত হ'তে চলেছেন :

ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفسقون •

অর্থাৎ "যে সকল জাতি আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে, হে মুসলিমবৃন্দ, তোমরা তাদের মত হয়োনা। আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার অনিবার্য্য পরিণতি স্বরূপ তারা নিজেদেরও বিস্মৃত হয়েছে; বস্তুতঃ তারা অনাচারী।"

বন্ধুগণ, আযাদী হাসেলের প্রাক্কালে জাতির জনক কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেছিলেন :

"We maintain and hold that Muslims and Hindus are two major nations by any definition or test of a nation. We are a nation of a hundred million, and, what is more, we are a nation with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of value and proportion, legal laws and moral codes, customs and calendar, history and traditions, aptitudes and ambitions, in short, we have our own distinctive outlook on life and of life."

অর্থাৎ "আমরা এই দৃঢ় মত পোষণ করি যে, জাতীয়তার যে কোন সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা অনুসারে মুসলিম ও হিন্দু দু'টি পৃথক জাতি। দশ কোটি অধিবাসীর সমবায়ে আমরা একটি জাতি এবং তার চেয়েও বড় কথা এ জাতির একটি সুস্পষ্ট ও নিজস্ব দৃষ্টি ও তমদ্দুন, ভাষা ও সাহিত্য, কলা ও স্থাপত্য, নাম ও সংজ্ঞা, মূল্য ও পরিমাণ বোধ, আইন-কানুন ও নীতিবোধ, রীতিনীতি ও পঞ্জিকা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, কর্মকুশলতা ও উচ্চাভিলাস বিদ্যমান রয়েছে। সংক্ষেপে জীবন ও জীবনের আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে।" (Z. A. Suleri প্রণীত My Leader গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

পাকিস্তান হাসিলের পর ঈদুল ফিতরের বিরাট জামাআতকে লক্ষ্য করে কায়েদে আযম আরও বলেছিলেন :

مسلمانو! ہمارا پروگرام قرآن پاک میں موجود ہے، ہم مسلمانون کو لازم ہے کہ قرآن پاک کو غور سے پڑھیں اور قرآنی پروگرام کے ہوتے ہوئے مسلم

www.ahlehadeethbd.org

Contents

لیگ مسلمانوں کے سامنے کوئی دوسرا پروگرام پیش نہیں کر سکتی ۔

অর্থাৎ "মুসলমানগণ, আমাদের প্রোগ্রাম কোরআন পাকে মওজুদ আছে। অভিনিবেশ সহকারে কোরআন পাক অধ্যয়ন করা আমাদের সকল মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। কোরআনী প্রোগ্রামের বিদ্যমানতায় মুসলিম লীগ মুসলমানদের সম্মুখে দ্বিতীয় কোন কার্য্যসূচী পেশ করতে পারেনা।"

আফসোস, আযাদী হাসিলের মাত্র আঠার বছরের মধ্যে কায়েদে 'আযম বর্ণিত আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ আমরা হারাতে বসেছি হয়ত বা হারিয়ে ফেলেছি। শহরে পল্লীতে আজ আমাদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের ছড়াছড়ি। কিন্তু যে সংস্কৃতির 'কালচার' এ সমস্ত অনুষ্ঠানাদিতে হয়ে থাকে তা কতটা পাকিস্তানী এবং কতটা ইসলাম-সম্মত সে সম্বন্ধে স্বভাবতঃ অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে। আমাদের কথা সাহিত্যিক ও কবিরা আমাদের সভ্যতা ও ইতিহাস থেকে তাঁদের উপাদান ও inspiration কতটা সংগ্রহ করে থাকেন এবং তাঁদের রচনা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কতটা সার্থক আলেখ্য বিদগ্ধ পণ্ডিত মাত্রই তা অবগত রয়েছেন। আমাদের আইন কানুন, রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানে আমাদের মুসলিম জাতীয়তার আদর্শকে আমরা কতটা রূপায়িত করেছি তা আপনারাই বিবেচনা করে দেখুন। পাকিস্তান হাসিলের পূর্বে তবু কিছু সংখ্যক মুসলিম কোরআন অনুধাবন করতে না পারলেও অন্ততঃ শুদ্ধভাবে পড়তে পারত। আজকের শিক্ষানীতির বাহাদুরিতে কোরআন পাঠকের সংখ্যা দ্রুতগতিতে হ্রাস পাচ্ছে। শিগগিরই হয়ত এমন অবস্থা দেখা দেবে যখন দেখে দেখে জুমআর খুতবা পড়ার মত মুনশী সাহেবদের অভাব আমাদের মাঝে দেখা দেবে। কায়েদে আজম তো কোরআন 'গওর' করে পড়ার উপদেশ দিয়েছিলেন কিন্তু স্কুল কলেজগুলো থেকে আরবী নির্বাসিত ও মাদ্রাসাগুলোকে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা থেকে সযত্নে বহির্ভূত করার কল্যাণে আমরা 'আ' 'বা' পড়তেই শিখলামনা, কোরআন পড়ব কখন? আর আমাদের প্রোগ্রাম চোদ্দ শ' বছরের পুরনো এক কিতাব থেকে গ্রহণ করলে আমরা প্রতিক্রিয়াশীলরূপে নিজেদের প্রতিপন্ন করব না?

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন,

من شبع وجاره جائع فليس منا

"যে পেট ভরে পানাহার করল অথচ তার প্রতিবেশী অনশনে রাত্রি অতিবাহিত করল সে আবার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।" আল্লাহ পাকের নির্দেশ:

يايها الذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ۔

অর্থাৎ "হে বিশ্বাসপরায়ণ সমাজ, তোমরা তোমাদের ধন সম্পদ অবৈধ উপায়ে উপভোগ করোনা।"

আরও ইরশাদ হয়েছে:

فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين ۔

"অতএব তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ করবে এবং জনগণকে তাদের প্রাপ্য থেকে প্রতারিত করবে না এবং পরিশুদ্ধির পর তোমরা দুনয়াতে ফাসাদ ছড়াবে না। তোমাদের জন্য এটাই কল্যাণকর যদি তোমরা মোমেন হয়ে থাক।"

www.ahlehadeethbd.org

কিন্তু আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য, ক্রয় বিক্রয়, কৃষি ও শিল্প ইসলামী ন্যায় পরায়ণতার ভিত্তির 'পরে কি স্থাপিত হয়েছে ? সমাজের বৃহত্তম অংশের বৃহত্তম কল্যাণের জন্যই কি আমাদের সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত ? কালোবাজারী, মুনাফা-খোরী, উৎকোচ শিকার ও পারমিট কেনা বেচার ঘৃন্য অভ্যাস কি আমরা পরিত্যাগ করতে পেরেছি। আমাদের পাটকল শ্রমিক ও পাটকল মালিকরা পাট ব্যবসা থেকে কি সমভাবে লাভবান হচ্ছেন ? আমরা মনোপলী ও কার্টেল প্রথার একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে মাআরিবের লবণখনী সম্পর্কে পরিগৃহীত নীতির প্রতি কি সম্মান প্রদর্শন করছি ? আমাদের মরহুম নেতার কথায় তাই জিজ্ঞাসা করি ঃ

"তুমি নিজকে ইসলামের মস্ত বড় champion বলে জোর গলায় দাবী করগে, তুমি কি আল্লাহর মনোনীত আদর্শ আর রসূলের নীতিকে মনে প্রাণে মেনে নিয়েছ ? রসূলুল্লাহকে (দঃ) কি দ্বীনের একমাত্র ইমামরূপে মেনে নিয়েছ ? প্রমাণ কোথায় ? এই অসত্য বড়াই ও মিথ্যা ভান গোটা জাতটাকে রসাতলে দিল !"

প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে আজও যারা মুক্ত নয়, পেট পূর্তির জন্যই যাদের সর্বশক্তি নিঃশেষিত, আত্মকলহ ও ভ্রাতৃবিরোধে যাদের সময় অতিবাহিত, ত্যাগ ও তিতিক্ষা, সংযম ও সহনশীলতার পাঠ নিতে আজও যাদের বাকী অন্যদের আত্ম-অনুশীলন ও সংগ্রামের সবক দেয়ার স্পর্ধা তাঁরা কোথায় লাভ করলেন ! পরকে সবক দেয়ার পূর্বে নিজেরা সবক গ্রহণ করলে তাঁরা সাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দেবেন।

বন্ধুগণ, জামাআতী ঐক্য ও সংহতির পথে আপনারা আজ যে বলিষ্ঠ পদবিক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। আপনাদের উদ্যম সফল হোক ! আপনাদের প্রচেষ্টা সার্থক হোক ! শুধু মাত্র জেলা জমঈয়ত গঠন করলেই আমাদের সকল সমস্যার সমাধান হবেনা। আজ সবচেয়ে প্রয়োজন হয়েছে জামাআতী ভাই সাহেবানদের তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করে তোলা। এ বড় কঠিন কাজ। বিংশ শতকের অশান্ত পরিবেশে অনেকেই আজ সংশয়বাদী হয়ে পড়েছেন। আখেরাতের চেয়ে দুনয়ার চিন্তা এঁদের অনেকের মন ও মস্তিষ্ক আছন্ন করে রেখেছে। এ সংশয় ও স্বার্থ চিন্তা থেকে তাঁদের উদ্ধার করা খুব সহজ নয়। তবু আমাদের নিরাশ হ'লে চলবেনা। আমাদের নবী (দঃ) এর মহান আদর্শ আমাদের উৎসাহিত করবে। আমরা ইনশা আল্লাহ এক দিন সফল হবই।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের তওফিক দান করুন ! আমীন !!

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ٠

www.ahlehadeethbd.org

মওলানা আবদুল্লাহেল কাফীর সাহিত্য-কর্ম

॥ মোহাম্মদ আবদুর রহমান ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইস্‌লামী শাসনতন্ত্রের সূত্র

বাংলা ভাষায় মওলানা সাহেবের যে পুস্তক খানি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় উহার নাম 'ইসলামী শাসনতন্ত্রের সূত্র"। ইহা ১০৪ পৃষ্ঠার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট, ২৭শে রমযান, ১৩৬৬ হিঃ—লায়লাতুল-কদরে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিবসে এই পুস্তকটির রচনা কার্য শেষ হয় এবং কার্তিক ১৩৫৪ মুতাবিক নভেম্বর ১৯৪৭ সালে উহা প্রকাশিত হয়। পুস্তকটি বগুড়ার সিটি প্রেসে মুদ্রিত হয়।

এই পুস্তকটি সম্বন্ধে পরবর্তীকালে লেখক স্বয়ং "জমঈয়তে আহলে-হাদীসের সেবা"র বিবরণ দান প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,

"পাকিস্তান বিঘোষিত হইবার সংগে সংগেই অর্থাৎ ইংরাজী ১৯৪৭ সালে যখন ইসলামী শাসনতন্ত্রের কথা আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত শ্রেণীর স্বপ্নলোকেও প্রবেশ করিতে পারে নাই, মুসলিম লীগ হইতে আরম্ভ করিয়া কোন প্রতিষ্ঠানই পাকিস্তানে ইসলামী-শাসন প্রবর্তনের দাবী যখন উপস্থিত করিতে সাহসী ছিলেন না, নিযামে ইসলাম ও রব্বানী মজলিস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গুলি যখন এই প্রদেশে জন্মগ্রহণ করে নাই, জামাআতে ইসলামীর কোন শাখা প্রশাখার নাম গন্ধও যখন পূর্বপাকিস্তানে ছিল না, সেই সময় সর্ব প্রথম পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীস "ইসলামী শাসন তন্ত্রের সূত্র" রচনা করিয়া ইসলামী শাসন পদ্ধতির স্বরূপ ও পাকিস্তানে উহার প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতার প্রতি এই প্রদেশের জনগণকে পরিচিত করে।" (আহলে হাদীস আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের আবেদন : তর্জুমানুল হাদীস, ৬ষ্ঠ বর্ষ, নবম সংখ্যা, ৪০৯ পৃঃ।)

এই পুস্তকে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার বিস্তৃত পরিচয় না থাকিলেও উক্ত শাসন বিধানের একটি মোটামুটি রূপরেখা অঙ্কনের চেষ্টা করা হইয়াছে। গ্রন্থকার নিজেই লিখিয়াছেন, "ইসলামী ষ্টেটের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সমূহের সবিস্তার আলোচনা করা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয় এবং তা সম্ভবপরও নয়। ইসলামী তমদ্দুনের দৃষ্টিভঙ্গীতে যে রাজনৈতিক আদর্শবাদ ও শাসনতন্ত্র সর্বাপেক্ষা সুন্দর, উৎকৃষ্ট ও সময়োপযোগী তাহার মূলনীতির প্রতি বর্তমান ও ভাবী জননায়কগণের মনোযোগ আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যেই এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের অবতারণা করা হয়।"

বাংলা ভাষায় প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে ইহার মূল্য ছিল অপরিসীম। কয়েক বৎসর পর 'পাকিস্তানের শাসন সংবিধান' নামে ঐ একই বিষয়ের উপর মওলানা মরহুম—বিস্তৃততর আলোচনা সম্বলিত যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহাতে প্রয়োজনীয় প্রায় সবদিকেই অতি সংক্ষার আলোকপাত করা হয়।

'ইসলামী শাসনতন্ত্রের সূত্রে' ইসলামী শাসনের প্রকৃত স্বরূপ, বিশ্বের প্রচলিত শাসন সংবিধানের সহিত উহার মৌলিক পার্থক্য এবং উহার বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যের বর্ণনায় তিনি লিখিয়াছেন,

"ইসলামী ষ্টেটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, এই ষ্টেটের মালিকানা স্বত্বের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। কোন রাজা, সম্রাট, পুরোহিত, নেতা বা নির্দিষ্ট দল অথবা গণ দেবতা'র হস্তে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইসলামী ষ্টেটের মালিকানা স্বত্ব থাকিবেনা।"...

"চরম প্রভুত্ব ও চরম অধিকার যেরূপ একমাত্র আল্লাহর, তদ্রূপ ইসলামী ষ্টেটের অধিবাসীবৃন্দ আল্লাহর প্রজা এবং তাহাদের প্রধানতম নেতা ও শাসনকর্তা রাজ্যের সম্রাটের পরিবর্তে আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলীফা মাত্র। কোরআনের পরিভাষায় মানব মাত্রই—যাহারা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মানিয়া লইবে, তাহারা আল্লাহর খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের অধিকারী হইবে।"

ইসলামী ষ্টেটে আইন প্রণয়ন করার অধিকার সম্পর্কে কোরআন ও হাদীস-নির্ভর আলোচনার পর তিনি লিখিয়াছেন,

"মোট কথা, ইসলামী ষ্টেটের প্রধান ব্যবস্থাপক হইতেছেন স্বয়ং আল্লাহ এবং আল্লাহ ব্যতীত আইন রচনা করার অধিকার কাহারো নাই। ষ্টেটের সমুদয় অধিবাসী একত্র হইয়াও আল্লাহর অনুমতি বিপক্ষ কোন আইন প্রস্তুত করিতে অথবা ইলাহী বিধানের কোন অংশকে বাতেল করিতে পারেন না।

... ... আল্লাহর নিকট হইতে তদীয় রসুল (দঃ) যে আইন—শরীআৎ লইয়া আসিয়াছেন ইসলামী ষ্টেট তাহার উপরই প্রতিষ্ঠিত হইবে; গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য হইবে, শরীঅতের প্রতিষ্ঠাতা স্বরূপ তাহার ব্যবস্থা বলবৎ করা।"

এই গ্রন্থে ইজতিহাদের তাৎপর্য, উহার গুরুত্ব এবং অনিবার্যতা, তথাকথিত গণতন্ত্রের স্বরূপ, ইসলামী ষ্টেটে শাসক ও আইন প্রণেতাগণের যোগ্যতার মাপকাঠি, মুসলিম জাতীয়তার রূপরেখা ও বৈশিষ্ট্য, মন্ত্রণা ও পরামর্শ, ইজমার ব্যাখ্যা ও উহার কার্যকরিতা, কিয়াস ও উহার বৈধতা, অমুসলিমগণের অধিকার, রাষ্ট্রপতির কর্তব্য ও দায়িত্ব প্রভৃতি বিষয়ে সংক্ষেপে ইসলামের খাঁটি দৃষ্টিভঙ্গীতে নির্ভরযোগ্য মূল গ্রন্থ সমূহের উদ্ধৃতি সহ আলোকপাত করা হইয়াছে। উপসংহারে বলা হইয়াছে: "কোন ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে ইহা ঘোষণা করা যথেষ্ট নয় যে, 'মুসলমানদিগকে তাহাদের ধর্মকার্যে বাধা দেওয়া হইবে না। ইংরাজী সাম্রাজ্যবাদও এই উদার বাণী দুইশত বৎসর ধরিয়া পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়াছে। তাহারা মুসলমানদিগকে কোনদিন ইংরাজ বা খৃষ্টান হইতে বলে নাই, কিন্তু তাহাদের ধর্মীয় রুহকে যাহা আত্মা ও জড়ের সমবায়ে গঠিত চাপিয়া দলিয়া ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের যূপ কাষ্ঠে বলী দিবার চেষ্টা করিয়াছে।"

পাকিস্তানকে সত্যিকার অর্থে সার্থক করার জন্য জাতীয় কর্তব্য সম্পর্কে মওলানা সাহেবের পথ নির্দেশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে সত্য সত্যই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিলে সমাজ জীবনের কাঠাম ও জাতীয় দৃষ্টি ভঙ্গীর নূতন করিয়া সংস্কার করিতে হইবে। ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় বিধানকে আবার প্রবর্তিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে।"

গ্রন্থকারের আকাংখা অনুসারে বর্তমান ও ভাবী জননায়কগণের মনোযোগ ইসলামের রাজনৈতিক আদর্শবাদের প্রতি আশানুরূপ আকৃষ্ট না হইলেও এই গ্রন্থ জনসাধারণ, সাধারণ শিক্ষিত সমাজ এবং আদর্শবাদী রাজনৈতিক কর্মীদের এক উল্লেখযোগ্য অংশের মনোভঙ্গী ও ধ্যান ধারণায় পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম হয়। ইসলামী শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আগ্রহ বর্ধিত ও উহা প্রবর্তনের আন্দোলন উৎসাহিত হয়।

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেহাদ, সিলেটের মাসিক 'আল-ইসলাহ', যশোরের মাসিক 'ইমাম' প্রভৃতি পত্রিকায় এবং রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র হইতে পুস্তকটির সুন্দর সমালোচনা করা হয়।

কলেমায় তৈয়েবা

ইহা বাংলা ভাষায় মওলানা মরহুমের দ্বিতীয় গ্রন্থ। ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ তথা ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে (আগষ্ট মাসে) পাবনা সৎসঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীসের কাইয়েমে আলা (জেনারেল সেক্রেটারী) কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৯, মূল্য দেড়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

টাকা মাত্র। উৎসর্গ পত্রে লেখা হইয়াছে ঃ

দিশাহারা মানব সন্তানের হস্তে
'কলেমা তৈয়েবা' অর্পিত হইল।

এই গ্রন্থে ইসলামের মূলমন্ত্র কলেমা তৈয়েবা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহর" ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যার অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য এই যে, উহাতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র কুরআনের উপর নির্ভর করা হইয়াছে, তবে উহা হাদীস ও সুন্নার প্রতিকূল না হয় সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। সুসাহিত্যিক জনাব আবুল মনসুর আহমদ সম্পাদিত কলিকতার ইত্তেহাদ পত্রিকায় (৩১শে আশ্বিন, ১৩৫৫) এই পুস্তকের যে সমালোচনা প্রকাশিত হয় আলোচনার সূচনায় তাহাই উধৃত করিতেছি। উহাতে বলা হয়,

"কোরআনের প্রতিটি পারা বা প্রতিটি আয়াতই কেবল নয়, এর প্রতিটি শব্দে দ্যোতনা ও ব্যাঞ্জনা, ভাষ্য ও টীকা এক একটি গ্রন্থের সমান ঃ তার প্রমাণ আলোচ্য গ্রন্থ।

কলেমা তৈয়েবা মুসলিম হিসেবে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান স্বীকৃতি। এই একটি মাত্র কথায় লুকিয়ে আছে ইসলামের সমস্ত রূপ, সব ব্যাখ্যা।

মুসলিম জীবনের মূলমন্ত্র, তার আদর্শ এবং পথের নির্দেশ রয়েছে এই ছোট্ট একটি কথার মধ্যেই। ইসলাম, তার কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে অক্লান্ত অনুসন্ধিৎসু সুধী আবদুল্লাহেল কাফী সাহেব কলেমা তৈয়েবার শাব্দিক অর্থ, তার কোরআনিক ব্যাখ্যা এবং তাৎপর্য বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন এই গ্রন্থে।

ইসলামের মূল কথা, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও আদর্শের অখণ্ডতা এই সব ব্যাখ্যায় সহজভাবে বিবৃত হয়েছে।

কেবল মুসলমানই নয়, যে কোন ধর্মাবলম্বী এই বই পড়ে খাঁটি ইসলামকে সহজে বুঝবার ও চিনবার সুযোগ পাবে। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার দেশের আদর্শগত দৌর্বল্যের পথে বলিষ্ঠ আশার আলো বিকীর্ণ করবে।"

কলেমার ব্যাখ্যায় ইসলামের মূল কথা ও আদর্শের অখণ্ডতা এবং পথের নির্দেশ কি ভাবে এই গ্রন্থে বিধৃত হইয়াছে, তাহার কিছু নমুনা নিম্নে পেশ করিতেছি।

পূর্বাভাষে বলা হইয়াছে "যে পবিত্র বৃক্ষ প্রতি মুহূর্তে ফলপ্রসূ, তার মর্যাদা ক্ষুধার্ত ও অনসন ক্লিষ্ট যারা তারাই উপলব্ধি করিতে পরে। দুনিয়ায় মানবত্বের যে করাল দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে; প্রতিহিংসা, প্রতিযোগিতা ও শত্রুতার যে দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে; দুর্নীতি, বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যাচারের যে বন্যা জগতকে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে; শয়তানের সিংহাসন অন্তর ও বহির্জগতে যে ভাবে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে, তাহাতে মানুষের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস ও ধর্মভাবের ভিত্তিভূমি নড়িয়া গিয়াছে। নূতন নূতন ভাবধারা ও কাল্পনিক মতবাদের গোলক ধাঁধায় পড়িয়া মানুষ অধীর, অতিষ্ঠ ও কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়াছে। বস্তুতন্ত্রবাদের প্রবল তাড়নায় জ্ঞান গরিমা, বুদ্ধি বিবেচনা, স্নেহ ও চেতনার বৃত্তিগুলি মানুষের জঠরে আশ্রয় লাভ করিতেছে। মোটের উপর গোটা মানবত্বের গৌরব ও মহিমাকে, তার অন্তরের ও বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলিকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া মানুষের উদরে কারারুদ্ধ করিয়া রাখার ব্যাপক ষড়যন্ত্র চলিতেছে। ফলে আর্ত ও পীড়িত মানব সন্তান আজ শান্তি ও প্রেম, বিশ্বাস ও সততা এবং ধর্ম ও সত্যের সন্ধানে ব্যাকুল ও বুভুক্ষু হইয়া আর্তনাদ করিতেছে।"

গ্রন্থকার বলেন, এই অবস্থায় "কলেমার তৈয়েবা রূপী পবিত্র বৃক্ষের মেওয়া ক্ষুধার্ত মানব জাতির সকল বুভুক্ষা নিবারণ করিতে সমর্থ।" কারণ, তাহার মতে এই "পবিত্র মহামন্ত্র উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া আন্তরিকতার সহিত একবার পাঠ করিতে পারিলে সমস্ত জীবনের সঞ্চিত পাপ কালিমা বিধৌত হইয়া যায়।" এই "মহামন্ত্র পাঠ করিলে সম্রাট ও ভিক্ষুক, ধনিক ও সর্বহারা, ব্রাহ্মণ ও চাণ্ডাল আর্য ও অনার্য, কুলীন ও অচ্ছুত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কৃষ্ণকায় ও গৌরাঙ্গ, আরব ও 'আজম, ইউরোপীয় ও সাওতাল মানবত্বের সমানাধিকার ও একাসন লাভ করিতে সক্ষম হয়।" এই "পবিত্র মন্ত্রের সাধনার ফলে প্রকৃতির সকল গোপনীয় রহস্যজাল ছিন্ন হইয়া পড়ে ও জড় জগতের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমুদয় শক্তির উপর প্রভুত্ব বিস্তারের ক্ষমতা অর্জন করা যায়," এই "মহামন্ত্র পাঠ করিলে মানুষ তাহার জ্যোতির্ময় প্রভু ও স্রষ্টার সন্দর্শন লাভ করিবার অধিকারী হয়"।

এই গ্রন্থে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ' এর শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থ, কোরআনী তাৎপর্য, আল্লাহ কে এবং কিরূপ, কলেমার প্রথম ও শেষার্ধের পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা প্রদত্ত এবং উহাদের দ্বারা গঠিত আকীদা ও ব্যবহারিক তাৎপর্য বিশ্লেষিত হইয়াছে।

আল্লাহর পরিচয় দান প্রসঙ্গে তাঁহার—৯৯টি নয়—২০০টি গুণের উল্লেখ করিয়া প্রত্যেকটির সমর্থনে কুরআন মজীদের আয়াত উধৃত হইয়াছে। কলেমার প্রথমার্ধের দ্বারা গঠিত আকীদার বর্ণনায় ২২টি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। নমুনা স্বরূপ কয়েকটি নিম্নে উল্লেখিত হইল :

২। আল্লাহ ব্যতীত কাহাকেও সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ও ভবিষ্যতের ওয়াকেফহাল বিশ্বাস করিবে না।

৮। ...... একমাত্র তাঁহাকেই সর্বসন্তাপহারী, ক্ষমার অধিকারী, অন্ধকার হইতে রক্ষাকারী ও জ্যোতির্ময়ের কাণ্ডারী বলিয়া বিশ্বাস করিবে।

১৩। বহির্জগতে ও অন্তরে আল্লার নিদর্শন, প্রেম ও মহিমার প্রমাণ সন্ধান করিবে। কিন্তু কোন বস্তু বা প্রাণীর ভিতর মিশ্র বা অবিমিশ্র ভাবে আল্লার অস্তিত্ব কদাচ স্বীকার করিবে না।

১৭। আল্লাহকে প্রতিমুহূর্তে জীবন্ত, জাগ্রত এবং সৃষ্ট জগতের সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ অবস্থার ওয়াকেফহাল এবং তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী ও সর্বদ্রষ্টা বলিয়া বিশ্বাস করিবে।

১৯। নিজেকে কোন বস্তুর পূর্ণ মালিক ও অধিকারী জানিবেনা। এমনকি স্বীয় প্রাণ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, দৈহিক ও মানসিক বলকেও আল্লার নিকট হইতে প্রাপ্ত গচ্ছিত বস্তু মনে করিবে।

২২। সর্ববিধ আচরণের জন্য নিজেকে আল্লার কাছে দায়ী বলিয়া বিশ্বাস করিবে এবং সকল সময় স্মরণ রাখিবে যে, স্বীয় আচরণের কৈফিয়ৎ আল্লাহকে দিতে হইবে।

"মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ"(দঃ) কোরআনীর তাৎপর্যের উল্লেখ প্রসঙ্গে লেখক কোরআন মজীদের আয়াত উধৃত করিয়া ৫৬টি অবশ্য স্বীকার্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। নমুনা স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি উধৃত হইল :

১। আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যেরূপ অনিবার্য কর্তব্য, মোহাম্মদ (দঃ) কে আল্লার সংবাদ বাহক (রসুল) রূপে প্রত্যয় করা—ঈমান স্থাপন করা তুল্যভাবে অবশ্য কর্তব্য।

৮। মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (দঃ) আল্লার সর্বশেষ প্রেরিত নবী ; অতঃপর আর কোন নবী, ভাববাদী ও আল্লার সংবাদ বাহকের আগমন সম্ভবপর নয়।

১৯। মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (দঃ) ন্যায় ও অন্যায়, সত্য ও মিথ্যা এবং পাপ পুণ্যের মান (Standard)। অর্থাৎ যাহা তাঁহার নির্দেশ, আচরণ ও সম্মতি দ্বারা সমর্থিত তাহাই ন্যায় সঙ্গত ও সত্য এবং যাহা অস্বীকৃত, তাহাই পাপ ও অন্যায়।

২৪। মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (দঃ) নিখিল বিশ্বের সমগ্র মানবের একচ্ছত্র ও বিস্তৃততম নেতা।

২৮। মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক প্রচারিত কর্মসূচী মানবের জাগতিক ও পারলৌকিক সকল প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট এবং জগতের দুঃখ দুর্দশা বিদূরণকারী ও প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণের প্রতিভূ।

৩৩। মানুষের নৈতিক, আর্থিক, রাষ্ট্রিয়, তামাদ্দুনী ও আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য যাহা প্রয়োজন, মোহাম্মদ রসুলুল্লার (দঃ) প্রচারিত কর্ম-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সূচীতে তাহার কিছুই পরিত্যক্ত হয় নাই।

৩৬। মোহাম্মদ রসূলুল্লার (দঃ) চরিতামৃত মানব মণ্ডলীর অধ্যাত্মিক ও কর্মজীবনের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।

৪৪। মোহাম্মদ রসূলুল্লার (দঃ) আনুগত্য ব্যতীত আল্লার প্রীতি অর্জন করার কোন উপায় নাই।

৪৪। মোহাম্মদ রসূলুল্লার (দঃ) সম্পূর্ণরূপে অনুগত না হওয়া পর্যন্ত আল্লার প্রতি ঈমানের কোন দাবী গ্রাহ্য হইবে না।

৫১। জাতীয় গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও নব জীবন লাভ করার একমাত্র উপায় মোহাম্মদ রসূলুল্লার (দঃ) প্রচারিত মতবাদ ও কর্মসূচীকে বরণ করিয়া লওয়া।

যাহারা হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কে আল্লার রসূলরূপে মান্য করিবে তাহারা

৯। মোহাম্মদ রসূলুল্লার (দঃ) কে স্বীয় প্রাণ, পিতা, মাতা, পুত্র কন্যা স্ত্রী স্বামী বন্ধুবান্ধব এবং স্বীয় ইয্যত ও সম্পদ অপেক্ষা অধিক প্রিয় ... জানিবে।

১১। তাবেয়ী ইমামগণ,ইমাম চতুষ্টয়, মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদ মণ্ডলী এবং আওলিয়ায়ে কিরামকে রসূলুল্লার (দঃ) প্রচারিত দীন ও শরীঅতের ধারক ও বাহক বলিয়া জানিবে এবং তাহাদিগকে ভালবাসিবে। কিন্তু কোন ইমাম, আলিম ও জননায়কের অভিমতকে সমালোচনার ঊর্ধে বিবেচনা করিবে না এবং তাহাদিগকে ভ্রম প্রমাদ শূন্য মনে করিবে না।

(১৫) যে মতবাদ ও বিশ্বাস পবিত্র কোরআন ও রসূলুল্লার (দঃ) বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ও সমর্থিত হইয়াছে, বিনা দ্বিধায় অকুণ্ঠভাবে তাহা স্বীকার করিয়া লইবে এবং যাহা প্রতিকূল তাহা অকুতোভয়ে অস্বীকার করিবে।

(১৯) মোহাম্মদ রসূলুল্লার (দঃ) প্রচারিত শিক্ষা ও কার্যক্রমকে প্রলয়কাল পর্যন্ত মানুষের সর্ববিধ প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট, কার্যকরী ও সুরক্ষিত জানিবে।

(২০) মোহাম্মদ রসূলুল্লার (দঃ) পরিগৃহীত সংস্কৃতিকে আদর্শ সংস্কৃতি ও সভ্যতা বলিয়া ধারণা করিবে।

(২৪) মোহাম্মদ রসূলুল্লার (দঃ) প্রচারিত বিধানের কোন অংশের পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন করার অধিকার কোন ব্যক্তি, দল, সমাজ বা গবর্ণমেণ্টের আছে বলিয়া কদাচ বিশ্বাস করিবেনা।

(২৬) যে সকল কার্য স্বয়ং রসূলুল্লাহ (দঃ) সম্পাদন করেন নাই, অথবা পুণ্যজনক বলিয়া অভিহিত করেন নাই, সেইরূপ কার্যকলাপকে কদাচ শুভ ও পুণ্যজনক বলিয়া ধারণা করিবে না।

পুস্তকের শেষাংশে কলেমা তৈয়েবা দ্বারা গঠিত ব্যবহারিক আচরণ এবং কর্মযোগের সুদীর্ঘ ফিহ্‌রিস্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উল্লিখিত কর্তব্য কর্মের প্রতিটির সমর্থনে ফুটনোটে সংশ্লিষ্ট কুরআনী প্রমাণ স্বরূপ সূরার নাম ও আয়াত নম্বর উধৃত হইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে এইরূপ কুরআন-ভিত্তিক কর্তব্যদিশারী কলেমার ব্যাখ্যা মূলক গ্রন্থ আর একটিও নাই—একথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে। উর্দু সাহিত্যে আছে বলিয়াও আমাদের জানা নাই।

'ইসলামী শাসনতন্ত্রের সূত্র' এবং 'কলেমায় তৈয়েবা'—উভয় গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বহু পূর্বেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে।

তর্জুমানুল হাদীসঃ

১৩৬৯ হিজরীর মুহররম মাসে মুতাবিক ইংরাজী ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর কিম্বা অক্টোবরে পাবনায় প্রতিষ্ঠিত পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের নিজস্ব প্রেসে আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস হইতে মওলানা মরহুমের সম্পাদনায় আহলে হাদীস আন্দোলনের মুখপত্ররূপে মাসিক 'তর্জুমানুল হাদীস' এর প্রকাশ শুরু হয়। এই সময় হইতে শুরু করিয়া নবম বর্ষের প্রথম সংখ্যা—নভেম্বর, ১৯৫৯ পর্যন্ত (গুরুতর অসুস্থতা নিবন্ধন সাময়িক বিরতি বাদে) দীর্ঘ ১০ বৎসর যাবৎ তাহার গবেষণা মূলক অসংখ্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রবন্ধ এবং চিন্তাগর্ভ সম্পাদকীয় মন্তব্যে সুসমৃদ্ধ হইয়া উক্ত সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইতে থাকে। এই সময়ে এমন একটি মাস খুব কমই গিয়াছে যখন তিনি একাধিকবার তাঁহার প্রৌঢ় ও বার্ধক্যের চিরসাথী দু:সহ অম্লপিত্ত শূলের আক্রমণে শয্যাশায়ী হন নাই। মাঝে মাঝে উহা আনুষঙ্গিক অন্যান্য রোগসহ মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছে এবং চিকিৎসার জন্য ঢাকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁহাকে ৩ ৪ বার ভর্তি হইতে হইয়াছে। পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাংগঠনিক কার্য এবং ধর্মীয়, তবলীগী ও রাজনৈতিক সভা সম্মেলন উপলক্ষে তাঁহাকে মাঝে মাঝে কর্মস্থল ছাড়িয়া বাহিরেও অবস্থান করিতে হইয়াছে। পাবনায় এবং পরে ঢাকায় দীর্ঘদিন নিয়মিত ভাবে প্রতি সপ্তাহে তাঁহাকে একাধিক কোরআন ক্লাস পরিচালনা করিতে হইয়াছে। পারিবারিক,সামাজিক ও রাজনৈতিক বহু বিবাদ বিসম্বাদও তাঁহাকে মিটাইতে হইয়াছে, সামাজিকতা রক্ষা করিতে হইয়াছে, জমঈয়তের কাউন্সিল ও কার্যকরী কমিটীর সভাসমূহের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য বহু কাজে তাঁহাকে যথেষ্ট সময় ব্যয় করিতে হইয়াছে। এত সব কাজের আঞ্জাম দিয়া ভগ্নস্বাস্থ্য এবং রোগ দীর্ণ দেহ লইয়া তিনি এই দশ বৎসরের সীমিত সময়ে তাঁহার সাহিত্য-সাধনায় ফল স্বরূপ যে সব অমূল্য গ্রন্থ এবং প্রবন্ধরাজি লিখিয়া গিয়াছেন তাহা রীতিমত বিস্ময়কর। প্রতিভার সহিত নিরবিচ্ছিন্ন সাধনা ও বিরামহীন শ্রমের সংমিশ্রণ ঘটিলে যে অসাধ্য সাধন করা যায় মরহুম মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী আল কুরায়শীর সাহিত্য সাধনার অমৃত ফল তাহার অনন্ত স্বাক্ষর। শুধু তর্জুমানুল হাদীসই নয়, ১৯৫৭ সালের ৭ই অক্টোবর তাঁহার সম্পাদনায় সাপ্তাহিক আরাফাতের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাঁহার জীবনের শেষ দশ বৎসরে তাঁহার যে সব রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তাহার সমস্তই প্রকাশের পূর্বে ধারাবাহিক ভাবে তর্জুমানে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের পরিচয় ইনশা আল্লাহ পৃথক ভাবে পরে প্রদান করিব। যে সব রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই তাহাই প্রথম উল্লেখ করিতেছি। পৃষ্ঠা সংখ্যা সহ তর্জুমানের কোন্ সংখ্যায় কোন্ রচনা প্রকাশিত হইয়াছে বিষয় ওয়ারী ভাবে তাহা উল্লেখ করিতেছি। দীর্ঘ এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পরে দেওয়ার চেষ্টা করিব।

তফসীর: এই লেখকের মতে সূরা আল-ফাতিহার তফসীর মওলানা মরহুমের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। উহা তর্জুমানে ৮ বছরে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশিত হয়।

কিস্তি	সংখ্যা	মোট পৃষ্ঠা
১—৮	১ম বর্ষ ৪র্থ—১২শ	৬৭
৯—১৮	২য় বর্ষ ১ম—১২শ	৮৭
১৯—২৫	৩য় বর্ষ, ১ম—১২শ	৬৪
২৬—৩০	৫ম বর্ষ, ১ম—৪র্থ ১০ম—১২শ	৫৭
৩১—৩৯	৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম—১২শ	৭৬
৪০—৪৮	৭ম বর্ষ, ১—১২	৭৭
৪৯—৫৮	৮ম বর্ষ, ১—১২	৮৬
		১৩১৪

দুঃখের বিষয় মওলানা মরহুম সূরা ফাতিহার তফসীর সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি উহার ৭ আয়াতের মধ্যে ৬ আয়াতের তফসীর শেষ করেন। তাঁহার ইন্তেকালের পর সর্বশেষ আয়াত "গাইরিল মগযূবি 'আলায়হিম ওয়া লায্যাল্লীন" এর ব্যাখ্যা লিখেন তর্জুমানের বর্তমান সম্পাদক জনাব মওলানা শেখ আবদুর রহীম সাহেব। ৬ আয়াতের ব্যাখ্যা লিখিতে স্মল পাইকায় তর্জুমানের ৫১৪ পৃষ্ঠার প্রয়োজন ঘটে। সুতরাং সমগ্র তফসীর পাইকায় পুস্তকারে ছাপিতে গেলে প্রায় হাজার পৃষ্ঠায় পৌঁছিবে। সূরা ফাতিহার এত বড় বিরাট, তথ্যপূর্ণ ও তত্ত্ববহুল তফসীর বাংলাতে তো নয়ই, উর্দু সাহিত্যেও এ পর্যন্ত রচিত হয় নাই।

এই তফসীর সম্পর্কে আলোচনা এবং উহার যথার্থ পরিচয় দানের চেষ্টা পরে করা হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মতবাদ ও আকায়িদ সংক্রান্ত প্রবন্ধ

তর্জুমানুল হাদীসের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত "লক্ষ্যের পথে' শীর্ষক ৯ পৃষ্ঠাব্যাপী জ্ঞান-গভীর প্রবন্ধটি তর্জুমানুল হাদীস তথা আহলে হাদীস আন্দোলনের দিগ্‌দর্শন রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। আকায়িদের সহিত সম্পর্কিত অপর দুইটি মূল্যবান প্রবন্ধের কথাও এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। একটি ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের আলোচনার জবাবে দোযখের অবিনশ্বরত্বের বিরুদ্ধে লিখিত ধারা বাহিক প্রবন্ধ। উহা ৪র্থ বর্ষের ৯।১০ম সংখ্যা এবং ৬ষ্ঠ বর্ষের ৬।৭, ৮, ১০।১১ সংখ্যায়, মোট ২২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। 'মৃত্যু বার্ষিকী না ইসালে সওয়াব' (৭ম বর্ষ, ৯।১০ম সংখ্যা) প্রবন্ধটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

তাহকীকী আলোচনা ও মসলা মাসায়েল

"যকাতিল ফিতর" সম্পর্কে বিশেষ গবেষণা পূর্ণ একটি প্রবন্ধ ২য় বর্ষের ৮ম, ৯ম এবং ১০ম সংখ্যায় মোট ৩৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। সা'র ওজন সম্পর্কে অনুরূপ আর একটি আলোচনা ৩য় বর্ষ, ৫—৬ সংখ্যায় মোট ১৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশ পায়। 'সঙ্গীত চর্চা' বিষয়ে তত্ত্ব ও তথ্য মূলক আলোচনা শুরু হয় ৫ম বর্ষের ৯ম সংখ্যায় আর উহা সমাপ্ত হয় ৭ম বর্ষের ১ম সংখ্যায়। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৫, সাধারণ বইএর আকারে ছাপিলে দেড়শত পৃষ্ঠার কম হইবে না। ৮ম বর্ষের ১০ম সংখ্যায় অর্থাৎ মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে ৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী এক আলোচনায় "কুরবানী বন্ধ করার ষড়যন্ত্র"এর বিরুদ্ধে মওলানা মরহুম তাঁহার এলমের তলওয়ার লইয়া শেষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন।

দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা হইতে ৮ম বর্ষের ১১শ সংখ্যা পর্যন্ত (কোন কোন সংখ্যায় বিরতিসহ) মওলানা মরহুম মোট ৬৬টি প্রশ্নের প্রধানতঃ কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক জওয়াব প্রদান করেন। তর্জুমানের ১২৮ পৃষ্ঠা এ জন্য ব্যয়িত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে উহা প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠার কাছাকাছি পৌঁছিবে। উহা শীঘ্রই প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে। ইহাতে সাধারণের নিত্য অনুভূত অতি প্রয়োজনীয় বহু মসলামাসায়েলের শাস্ত্র সঙ্গত অতি নির্ভরযোগ্য জওয়াব মিলিবে। ফতোয়ার এমন পূর্ণাঙ্গ ও দলীল-সমৃদ্ধ জওয়াব বাংলা ভাষায় একান্তই দুর্লভ।

ইতিহাস

দুনিয়ার ইতিহাস সম্বন্ধে সাধারণভাবে এবং ইসলামের ইতিহাসের প্রতি বিশেষভাবে মওলানা আবদুল্লাহিল কাফীর ঝোক এবং আগ্রহ ছিল অত্যন্ত বেশী। তাঁহার ঐতিহাসিক রচনায় বর্ণনাভঙ্গীতে এমন কিছু থাকিত যাহাতে নিরস বিবরণও বেশ সুপাঠ্য হইয়া উঠিত। তর্জুমানে প্রকাশিত তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৮। তন্মধ্যে 'হিন্দে ইসলামের আবির্ভাব' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১ম বর্ষের ১০ সংখ্যা হইতে মাঝে মাঝে বিরতি সহ ৩য় বর্ষের ৮ সংখ্যা পর্যন্ত মোট ৮ কিস্তিতে উহা প্রকাশিত হয়।

জীবনী ও চরিত আলোচনা

মহাপুরুষ ও সমাজসংস্কারকগণের আদর্শ জীবনী ও তাহাদের অমর অবদানের আলোচনায় তিনি তাঁহার বিপুল জ্ঞান বত্তার সঙ্গে সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী এবং নিখুঁত বিচার বিশ্লেষণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মোজতবা (দঃ) চরিতামৃত (১ম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা—পৃষ্ঠা সংখ্যা—২) মুজাদ্দিদ ইবনে হযম (তৃতীয় বর্ষ, ১১ ও ১২শ সংখ্যা মোট ১৬ পৃষ্ঠা) বিপ্লবী ধর্মসংস্কারক মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্‌হাব নজদী (৩য় বর্ষ, ৯।১০ম সংখ্যা মোট ১৩ পৃষ্ঠা), আল্লামা সৈয়েদ আবদুল হাদী (৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা ৮ পৃষ্ঠা), আলী ভ্রাতৃদ্বয় ৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা ও ৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা—১৩ পৃষ্ঠা) এতৎসম্পর্কিত তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হাদীস, ফিক্‌হ এবং আহলে হাদীস

মওলানা মরহুম 'হাদীসের প্রামাণিকতা' এই পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। ৮ম বর্ষের ২য় সংখ্যা হইতে ১২শ সংখ্যা পর্যন্ত ৪৭ পৃষ্ঠায় এই গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধটি সমাপ্ত হয়। ইতিপূর্বে 'হাদীস ও ফিক্‌হের বৈপরীত্ব' শীর্ষক আর একটি অতি মূল্যবান প্রবন্ধ ৭ম বর্ষের ৪।৫ম যুগ্ম সংখ্যা হইতে ৮ম বর্ষের ১ম সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭। আহলে হাদীস পরিচিতি—বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা নামীয় আর একটি প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য (৭ম বর্ষ দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা ১৩ পৃষ্ঠা)।

অভিভাষণ

মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী আল কুরায়শী স্বীয় জীবনে অসংখ্য সভা সম্মেলনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন এবং তাহাতে মূল্যবান ভাষণ দিয়াছেন কিন্তু তাহা এখন দুষ্প্রাপ্য। যে সব অভিভাষণ তর্জুমানের বক্ষে কাল অক্ষরের শৃঙ্খলে সুরক্ষিত রহিয়াছে, সেগুলি এই: ১। —ইসলামী ফ্রন্ট কনফারেন্স, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ (৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬।৭ম সংখ্যা, ৬ পৃষ্ঠা) ২। আরাবী শিক্ষা (৭ম বর্ষ, ১ম হইতে ৩য় সংখ্যা পর্যন্ত, ১১ পৃষ্ঠা) ৩। সাময়িক পত্র সমূহের আদর্শ ও উহাদের ভবিষ্যৎ (৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৪ পৃষ্ঠা)।

রাষ্ট্রনীতি

ইসলামী দৃষ্টিকোণ হইতে রাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে মওলানা মরহুমের লিখিত দুইটি গ্রন্থ ছাড়া বিচ্ছিন্ন ভাবে যে সব মূল্যবান প্রবন্ধ তর্জুমানে প্রকাশিত হয় সেইগুলির নাম—সংখ্যা ও পৃষ্ঠার পরিচয় সহ নিম্নে উল্লেখিত হইল:

১। গণতন্ত্রের প্রকৃতি ও আকৃতি (১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ৬ পৃষ্ঠা) ২। ইসলামে সাম্যবাদের স্বরূপ, (১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ৮ পৃষ্ঠা) ৩। ইমাম আবু ইউসুফের পত্র হারুনর রশীদের নামে, (২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ৪ পৃষ্ঠা) ৪। সাম্রাজ্যবাদের নাভিশ্বাস, (৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫ পৃষ্ঠা) ৫। পাকিস্তান কোন্ পথে (৪র্থ বর্ষ, ৪।৫ম সংখ্যা, ৪ পৃষ্ঠা) ৬। জাতীয়তার স্বরূপ ও আদর্শ (৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ৪ পৃষ্ঠা) ৭। স্বতন্ত্র নির্বাচন বনাম যুক্ত নির্বাচন (৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৫ পৃষ্ঠা) ৮। আদর্শের, না দলের সংগ্রাম (৭ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা ৩ পৃষ্ঠা) ৯। শাহ ওলীউল্লার রাজনৈতিক জীবনের একটি অধ্যায় (৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৮ পৃষ্ঠা)।

ভাষা, সাহিত্য ও কাব্য

এই সম্পর্কে তাঁহার রচিত প্রবন্ধের সংখ্যা কম হইলেও এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁহার মতামতের মূল্য কম নহে। প্রবন্ধগুলি এই:

বাংলার বর্ণমালা ও উচ্চারণ, (২য় বর্ষ, ১ম।২য় সংখ্যা, ৭ পৃষ্ঠা) ভাবিয়া দেখা কর্তব্য, (৩য় বর্ষ, ৩ ৪র্থ সংখ্যা, ৭ পৃষ্ঠা), পূর্বপাকিস্তানে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ (৮ম বর্ষ, ৪।৫ম সংখ্যা, ৪ পৃষ্ঠা)। এই প্রসঙ্গে ইকবালের কাব্যাদর্শ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় লাভের জন্য তাঁহার ১১ পৃষ্ঠায় উধৃতিবহুল 'যিক্‌রে ইকবাল' প্রবন্ধটি বিশেষ ভাবে পাঠযোগ্য।

অনুবাদ সাহিত্য

আরবী, উর্দু, পারসী এবং ইংরাজী হইতে বাংলায় ভাষান্তরিত করার কাজে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত। 'তর্জুমানুল হাদীসে' প্রকাশিত তাঁহার অনুবাদ সাহিত্য এই দক্ষতার অমলিন স্বাক্ষর বহন করিতেছে। অনূদিত প্রবন্ধের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

১। ইসলামী অর্থ নীতির প্রাথমিক সূত্র, আরবী হইতে, (১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫ পৃষ্ঠা) ২। বিদ্‌আতে হাসানা, মুজাদ্দিদে আলফেসানীর পারস্য ভাষায় লিখিত মকতুবাত হইতে (১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ৩ পৃষ্ঠা) ৩। ইসলামের সার কথা, আবদুল হামীদ আল খতীবের আরবী রচনার অনুবাদ (৩য় বর্ষ, ৭ম ও ৮ম সংখ্যা, ১৩ পৃষ্ঠা) পাকিস্তানের আদর্শ ও লক্ষ্য: ডক্টর ইকবালের ভাষণ, ইংরাজী হইতে (৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ৬ পৃষ্ঠা। ইসলাম ও মুসলিম রাজ্য সমূহের প্রচলিত আইন, আল্লামা আঃ কাদের শহীদ মিসরীর গ্রন্থ হইতে, (৫ম বর্ষ, ১০।১১শ হইতে ৬ষ্ঠ বর্ষ ১০।১১ সংখ্যা পর্যন্ত, ৪৩ পৃঃ) ধানের ফিতরা (৫ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৫ পৃঃ) এবং হুসাইন বিনে আলী ও ইয়াযীদ বিনে মুয়াবিয়া—ইমাম ইবনে তায়মিয়ার আরবী গ্রন্থ হইতে (৭ম বর্ষ, ৭ম—১২ সংখ্যা পর্যন্ত ১৭ পৃষ্ঠা)।

বিবিধ

বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত তাঁহার আরও ৭টি প্রবন্ধ তর্জুমানের ৫১ পৃষ্ঠা আর তাঁহার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ৮ বৎসরে ৩৫৫ পৃষ্ঠা পূর্ণ করে। তাঁহার প্রকাশিত কতিপয় চিঠিও সাহিত্যের মর্যাদা দাবী করিতে পারে।

www.ahlehadeethbd.org

মসজিদের অভ্যন্তরে জানাযার নামায

প্রশ্ন ঃ আলহাজ্জ আব্দুল মাজেদ সরদার, ঢাকা হোটেল হোসেন মার্কেট ঢাকা—১

কোন কোন আলিম বলিয়া থাকেন যে, মসজিদে জানাযার নামায পড়া মকরূহ আবার কোন কোন আলিম বলেন, উহা জায়িয। এ সম্বন্ধে শরীঅতের সঠিক বিধান কি এবং আয়েম্মায়ে দীন কি বলেন, প্রমাণ পঞ্জীসহ তাহা আলোচনার আবেদন জানাইতেছি।

উত্তর ঃ মসজিদে জানাযার নামায পড়ার বৈধতা সম্বন্ধে আয়িম্মায়ে মুহাদ্দেসীন এবং ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ইব্নে হাম্বল, ইমাম আবু ইউসুফ প্রভৃতি বিদ্বানগণ সকলেই একমত। তাঁহাদের কেহই ইহাকে হারাম বা মকরূহ বলেন নাই। কেবল মাত্র হানাফী মযহাবের কতিপয় অখ্যাত নামা ফকীহ ইহাকে মকরূহ বলিয়াছেন। তাঁহারা তাহাদের অভিমতের পোষকতায় আবূ দাউদ ও তিরমিযীর একটি রিওয়ায়ত পেশ করিয়া থাকেন।

উহা এই—

من صلى على ميت فى المسجد فليس شيء له—

যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির জানাযা মসজিদে পড়ে তাহার জন্য কিছুই নাই।

কোন কোন রিওয়ায়তে শেষাংশে এই শব্দগুলি রহিয়াছে। فليس له شيء অর্থ একই।

ইমাম যহবী তাঁহার মীযানুল ইতিদাল (১ম খণ্ড—৪১৪ পৃষ্ঠায়) উক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী সালিহ ইবনে নাবহানের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত হাদীস উধৃত করিয়া ইবনে হিব্বানের বরাতে বলিয়াছেন—هذا باطل এই হাদীস বাতিল, ভিত্তিহীন।

হাদীসটি সম্বন্ধে হানাফী ইমামের মত

হাফিয যয়লয়ী হানাফী নসবুর রায়া নামক বিখ্যাত গ্রন্থে (২য় খণ্ড, ২৭৬ পৃঃ, মিসরী ছাপা) ইমাম ইবনে আদী হইতে উধৃতি পেশ করিয়া বলেন, এই হাদীস সালিহ এর মনকরাত (য'ঈফ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সহীহ হাদীসের বিপরীত ভাব প্রকাশক) হাদীস সমূহের অন্তর্ভুক্ত। তিনি মুসলিমের শারিহ ইমাম নববী হইতেও একটি 'কওল' উধৃত করিয়াছেন যাহা ইমাম "খাত্তাবী "মা'অলিমুস সুননে" বর্ণনা করিয়াছেন। সেই 'কওল'টি এই ঃ

আরাফাত

সাপ্তাহিক আরাফাতেও তাঁহার বহু মূল্যবান প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় আলোচনা প্রকাশিত হয়। উহা পরে আলোচ্য। এখানে আরাফাতে তাঁহার অনূদিত কোরআন ও হাদীসের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। মওঃ মরহুম আরাফাতের ১ম পৃষ্ঠায় কোরআন মজীদের ২৭টি সূরা হইতে মোট ৪১১টি আয়াত এবং ৩০টি হাদীস গ্রন্থ হইতে ৩৯৮টি হাদীসের তর্জমা রাখিয়া গিয়াছেন। এইগুলি পুস্তকাকারে ছাপা হইলে নিঃসন্দেহে বাংলায় ইসলামী সাহিত্যের মহামূল্য সম্পদ রূপে গণ্য হইবে। তাঁহার প্রকাশিত পুস্তক সমূহের নাম এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় আগামী সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

www.ahlehadeethbd.org

فلا شيء عليه এর তাৎপর্য হইতেছে فلا شيء له এবং فليس له شيء এর তাৎপর্য হইতেছে فليس عليه شيء অর্থাৎ মসজিদে জানাযার নামায পড়ায় কোন দোষ নাই। ইমাম নববী হইতে তিনি আর একটি কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন: তাহা এই—

ان الذى فى النسخ المشهورة المسموعة من سنن ابى داؤد فلا شيء عليه •

"সুনানে আবু দাউদের প্রসিদ্ধ শ্রুত সংস্করণগুলির মধ্যে فلا شيء عليه রহিয়াছে। অর্থাৎ মসজিদে জানাযার নামায পড়ার বিরুদ্ধ কিছুই বলার নাই। আর বস্তুতঃ আবু দাউদের মিসরী ছাপা মতবআ তাযী দ্বিতীয় খণ্ড ৬৬ পৃষ্ঠায় ঠিক ঐ কথায় লিখিত রহিয়াছে। এই পাঠ গ্রহণ করিলে রসূলুল্লাহ (দ) মসজিদে জানাযার নামায পড়িয়াছিলেন বলিয়া যে সহীহ হাদীস পাওয়া যায় তাঁহার সহিত ইহার কোন বিরোধ থাকে না।

فلا شيء له এর তাৎপর্য যে فلا شيء عليه হইতে পারে তাহার বহু নযীর কুরআন মজীদেই মিলিবে। যথা, وان اساتم فلها (বনি ইসরাইল : ৭) এর فلها র অর্থ যে فعليها হইবে তাহা মুফাসসিরগণ সর্ব সম্মতিক্রমে গ্রহণ করিয়াছেন।

এখন মসজিদে জানাযার নামায পড়ার অনুমোদক হাদীসগুলি নিম্নে বর্ণিত হইতেছে। হযরত আয়িশা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

ما صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء واخيه الا فى جوف المسجد •

রসূলুল্লাহ দ:) সুহাইল ইবনে বয়যা এবং তাঁহার ভ্রাতার জানাযার নামায মসজিদের অভ্যন্তরেই পড়িয়াছিলেন (সহীহ মুসলিম (১) ২১২ পৃ: ; আবু দাউদ (২) ৯৮ পৃঃ ; তিরমিযী (১) ১২৩ পৃ: ; নাসায়ী (১) ২৭৯ পৃঃ ; ইবনে মাজাহ ১১০ পৃঃ। এই হাদীসটি বিশুদ্ধতম হওয়া সম্বন্ধে সকলেই একমত।

ইমাম ইবনে হযম তদীয় বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ আল-মুহাল্লায় মসজিদে জানাযার পড়ার বৈধতা সম্পর্কে সাহাবাগণের ইজমা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন:

وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وازواجه واصحابه ولا يصح عن احد من الصحابة خلاف هذا اصلا

"রসূলুল্লাহ (দঃ), তদীয় সহধর্মিণীগণ এবং তাঁহার সাহাবামণ্ডলী মসজিদে জানাযার নামায পড়িয়াছেন। ইহার বিপরীত কোন কথা কোন একজন সাহাবী হইতেও মোটেই সাব্যস্ত হয় নাই।"

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রাঃ) জানাযার নামায মসজিদেই পড়া হয় (বয়হকীর সুননুল কুবরা (৪) ৫২ পৃঃ। মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বার তৃতীয় খণ্ডে ও ১০১ পৃষ্ঠায় (মুলতানে মুদ্রিত) এই রিওয়ায়ত মওজুদ রহিয়াছে।

মসজিদে জানাযা নামায পড়ার বৈধতা সম্পর্কে হানাফী আলেমদের অভিমত

১। বিখ্যাত ফকীহ আল্লামা বুরহানুল হলবী মুনীয়াতুল মুসল্লীর ভাষ্যগ্রন্থে (৫৪৪ পৃষ্ঠায়) স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন যে, মসজিদের ভিতরে জানাযার নামায পড়ায় কোনই দোষ নাই। ২। হানাফী মযহাবের অন্যতম কর্ণধার ইমাম ইবনে হুমাম হিদায়ার ভাষ্য ফতহুল কাদীরে (২৯৫ পৃষ্ঠায়) দীর্ঘ আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মসজিদে জানাযার নামায পড়া অবৈধ নয়। ৩। হানাফী মযহবের মুহাদ্দিস ও আল্লামাতুত দহর মুল্লা আলী কারী এ সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র পুস্তকে সহীহ দলীল সমূহ সঙ্কলন করার পর যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

اعلم انه لم ينقل عن ائمتنا من الامام الاعظم واصحابه نص فى التحريم والكراهة فى هذه المسئلة، وانما المشائخ عللوا بحسب رايهم من غير تحقيق سند و تدقيق، ولهذا وقع الاضطراب فى عللهم واحكامهم، فرجعنا الى احكام السنة لقول الامام احمد: خذوا علمكم من حيث اخذ الائمة ولا تقنعوا بالتقليد فانه عمى فى البصيرة، الى ان قال: انه صح عن ابى حنيفة رح لا يحل لاحد ان يقول بقولنا مالم يعلم من اين قلنا، فرضى الله عنه حيث نبهنا على ان الواجب على الامة كافة من الائمة والعامة متابعة الكتاب والسنة، فمن جاوزها فقد وقع فى الكفر و البدعة انتهى بلفظه رحمه الله •

মর্মার্থ: জানিয়া রাখ যে, ইমাম আ'যম আবু হানীফা (রাঃ) এবং তাঁহার শাগরিদগণের নিকট হইতে মসজিদে জানাযার নামায হারাম অথবা মকরূহ হওয়া সম্বন্ধে কোন কথাই পাওয়া যায় না। (পরবর্তী) মশায়েখগণ তাহাদের নিজ নিজ রায় হইতে উহার অবৈধতার যে সব কারণ দর্শাইয়াছেন তাহাতে তাহারা হাদীসের সনদ সম্পর্কে গভীর ভাবে তলাইয়া দেখেন নাই এবং মসআলা বর্ণনায় সূক্ষ্ম-দর্শিতারও পরিচয় দেন নাই। এই জন্যই তাহাদের কারণ নির্ণয় এবং নির্দেশ প্রদানে অসঙ্গতি ঘটিয়াছে। ফলে আমরা সুন্নার নির্দেশের দিকে রুজু করিতে বাধ্য হইয়াছি; কারণ ইমাম আহমদ এরশাদ ফরমাইয়াছেন: ইমামগণ যে উৎস হইতে মসলা গ্রহণ করিয়াছেন—সেখান হইতে তোমাদের এল্‌ম (ধর্মের কথা) গ্রহণ কর আর তকলীদে তুষ্ট থাকিও না, কারণ উহা জ্ঞানকে অন্ধ করিয়া দেয়। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হইতে সহীহ রেওয়ায়ত আসিয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমাদের উক্তি অনুসারে ফতোয়া দেওয়া কাহারো পক্ষেই সিদ্ধ নয়—যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের উক্তির পশ্চাতে যে দলীল রহিয়াছে সে সম্পর্কে সে অবহিত না হয়। ইমাম সাহেব আমাদের উদ্দেশ্যে এই হুশিয়ার বাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন যে, ইমামগণ ও জনসাধারণ তথা উম্মত মুসলিমার সকলেরই অবশ্য কর্তব্য হইতেছে কিতাব ও সুন্নার অনুসরণ করা, যাহারা এই নীতি লঙ্ঘন করিবে তাহারা কুফর ও বিদআতের মহা-পাতকে লিপ্ত হইবে।"

তারপর হযরত আয়িশা রাঃ সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের মৃতদেহ মসজিদে নববীতে ঢুকাইবার নির্দেশ প্রদান করিলে কতিপয় লোক উহাতে যে আপত্তি তুলিয়াছিল তৎসম্পর্কে মুল্লা আলীকারী তদীয় রিসালায় লিখিয়াছেন,

ان انكار من انكر عليها لعدم الاطلاع على ماكان لديها.

অর্থাৎ—হযরত 'আয়িশার (রাঃ) যাহা জানা ছিল আপত্তিকারীদের তাহা জানা না থাকাতেই তাহারা আপত্তি তুলিয়াছিল। এখানে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের (রাঃ) ওফাতের সময় (৫৫ হিঃ) মদীনায় অবস্থান কারী প্রায় সমস্ত মুহাজিরেরই তিরোভাব ঘটিয়াছিল। হানাফী মযহাবের প্রখ্যাতনামা ফকীহ আল্লামা তর্কোমানী তদীয় "আল জওহরুন নকী ফী রদ্দে 'আলাল বাইহকী" গ্রন্থে একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রাঃ) জানাযা মসজিদে পড়া হইয়াছিল বলিয়া যে হাদীস রহিয়াছে তাহার সমস্ত রাবীই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। ইমাম মালিক তদীয় মুয়াত্তায় "সালাত 'আলাল জানাযি ফীল মসজিদ" অধ্যায়ে (৭৮ পৃষ্ঠা) হযরত ওমর সম্পর্কেও সহীহ সনদে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন:

صلى على عمر رضي فى المسجد

হযরত ওমরের (রাঃ) জানাযার নামায মসজিদেই পড়া হইয়াছিল। অন্য রিওয়ায়তে আছে জানাযা মিম্বর বরাবর রাখা হইয়াছিল।

৫। হাফিয যয়লয়ী হানাফী 'নসবুর রায়ায়' ইমাম খাত্তাবী হইতে নকল করিয়াছেন,

وقد ثبت ان ابا بكر وعمر صلى عليهما فى المسجد ومعلوم ان عامة المهاجرين والانصار شهدوا الصلوة عليهما

ইহা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, আবু বকর ও ওমরের (দঃ) জানাযার নামায মসজিদের ভিতরেই পড়া হইয়াছিল এবং ইহাও সুপরিজ্ঞাত যে, উক্ত দুই নামাযেই মুহাজির ও আনসারগণ উপস্থিত ছিলেন (মিসরী ছাপা: (২) ২৭৬ পৃষ্ঠা)

সুতরাং নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে, মসজিদে জানাযার নামাযের বৈধতা সম্পর্কে সাহাবীদের ইজমা সাব্যস্ত হইয়াছে। ফতোওয়া নাযীরিয়ায় (১ম খণ্ডের ৪০২—৪০৪ পৃষ্ঠা) বিস্তারিত আলোচনার পর সাহাবীগণের এই ইজমার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে প্রমাণিত হইল যে, মসজিদে জানাযার নমাজ পড়া নিঃসন্দেহে বৈধ ও জায়িয।

والله اعلم بالصواب

জওয়াব ঠিক হইয়াছে। উত্তর দাতা: (মওলানা)
শইখ আবদুর রহীম আবু মুহাম্মদ 'আলীমুদ্দীন'

www.ahlehadeethbd.org

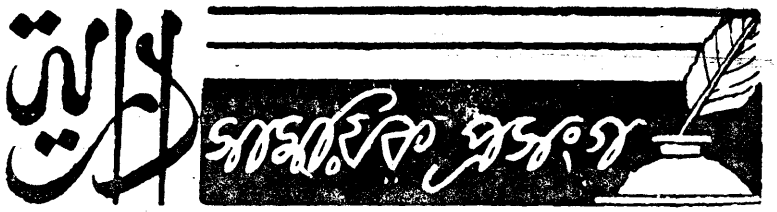

بسم الله الرحمن الرحيم

ঘূর্ণিবাত্যা ও সামুদ্রিক জোয়ার

বিগত ১৩ই মে দিবাগত মধ্য রাত্রি হইতে ভোর পর্যন্ত চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল এবং খুলনার উপর দিয়া এক প্রচণ্ড ও প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণি-বাত্যা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। উক্ত সব জিলাতেই অল্পবিস্তর মানুষ ও পশু-পক্ষী মারা গিয়াছে, ঘর বাড়ী উড়াইয়া নিয়াছে, গাছ বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়াছে, টেলগ্রাম ও টেলিফোন তার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। ইট পাথরের শহর রাজধানী ঢাকাও ঝড়ের প্রচণ্ডতার তীব্র আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, নাগরিক জীবন কয়েক দিনের জন্য নানাভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে এবং কিছু সংখ্যক লোকও নিহত এবং আহত হইয়াছে। ঢাকা অপেক্ষ খুলনা এবং নোয়াখালী জেলায় অনেক বেশী ক্ষতি হইয়াছে কিন্তু বরিশাল জেলায় ঝড়ের পর পরই সমুদ্রের জোয়ারে লবণাক্ত পানি স্ফীতিতে ধ্বংসের যে প্রলয়লীলা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে তাহা নিকট অতীতের সমস্ত রেকর্ড অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। যতই দিন যাইতেছে দৈনিক সংবাদ পত্র সমূহ ততই একেকটি নিশ্চিহ্ন গ্রামের করুণ কাহিনী উদঘাটিত করিতেছে। সর্বশেষ সংবাদ অনুসারে প্রায় ২০ হাজার আদম সন্তানকে এই ঝড় ও জোয়ারের মুখে আত্মাহুতি দিতে হইয়াছে, ৫ লক্ষ গবাদি পশু জোয়ারের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, লক্ষ লক্ষ লোক সর্বস্ব হারাইয়া পথের ভিখারী সাজিয়াছে! আজ সেই বাত্যা দলিত জোয়ার প্লাবিত একাকায় যে সব লোক মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিয়া বাঁচিয়া আছে তাহাদের রৌদ্র বৃষ্টিতে মাথা গুঁজিবার মত আশ্রয় নাই, লজ্জা ঢাকিবার মত বস্ত্র নাই, পেটের জ্বালা নিবারণের জন্য আহার্য নাই—সর্বোপরি বুকফাটা তৃষ্ণা নিবারণের জন্য খাওয়ার পানি পর্যন্ত নাই। লবণাক্ত সামুদ্রিক পানির সংমিশ্রণে পুকুর, কূয়া, খালবিল প্রভৃতির পানি বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে। আর্ত মানবতার হাহাকারে ও আহাজারীতে আকাশ বাতাসও বিষাদিত হইয়া উঠিয়াছে।

সরকার এ পর্যন্ত ২৫ লক্ষ টাকা সাহায্য ও পুনর্বাসন বাবদ মঞ্জুর করিয়াছেন; বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান ব্যথিত মানবতার সেবা ধর্মে উদ্বুদ্ধ হইয়া সাহায্যের কাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই সাহায্য এবং উদ্যম নগণ্য। প্রচুর এবং ত্বরিত সাহায্য পৌঁছান প্রয়োজন। আহার্য, পানীয়, চিকিৎসার জন্য ঔষধ-পত্র, বস্ত্র, গৃহ মেরামতের সরঞ্জাম দ্রুত সেই হতভাগ্য দুর্দশাগ্রস্ত জীবন্ত মানব সমাজের নিকট পৌঁছাইতে না পারিলে বহু লোকের জীবন রক্ষা করা দুঃসাধ্য—এমন কি অসম্ভব হইয়া উঠিবে। সরকার এবং উহার কর্মচারীবৃন্দ জনগণের সর্বোত্তম খাদেম—কাজেই তাহাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সর্বাধিক। তাহারা তাহাদের এই দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতার পরিচয় দিবেন দেশবাসী এই আশাই অন্তর দিয়া পোষণ করে। যে সব প্রতিষ্ঠান,কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক সেবার মনোবৃত্তি ত উদ্বুদ্ধ হইয়া সাহায্যের কাজে আগাইয়া আসিয়াছেন তাহারা সকলের ধন্যবাদার্হ। তাহাদিগকে তাহাদের কাজে অর্থ দিয়া,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বস্ত্র দিয়া, উৎসাহ দিয়া উদ্দীপত করা দেশের আপামর জনসাধারণের—বিশেষ করিয়া অবস্থাপন্ন লোকদের, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের নৈতিক দায়িত্ব। এ দায়িত্বে তাহারা অবহেলা প্রদর্শন করিবেন না ইহাই আমাদের একান্ত কামনা।

প্রচণ্ড ঝড়-তুফান, প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিবাত্যা, ভয়াবহ জোয়ার-প্লাবন পূর্ব্ব পাকিস্তানে প্রায় লাগিয়াই রহিয়াছে। ১৯৫৫—৫৬ সালের ব্যাপক প্লাবনের পর বিভিন্ন নদীতে প্রায় প্রতি বৎসরেই প্লাবনে দেশের ফসল এবং অগণিত লোকের অশেষ ক্ষতি সাধিত হইতেছে। ১৯৬০, ১৯৬১ এবং ১৯৬৩ সালে সমুদ্র উপকূলের চারিটি জেলায় একের পর এক ঝড়-ঝঞ্ঝা, পানি স্ফীতি, রোগ ব্যাধি মহামারী অধিবাসীদের উপর নির্মম অভিশাপ রূপে নামিয়া আসিয়াছে। মড়ার উপড় খাড়ার ঘা স্বরূপ এই বারের এই প্রচণ্ড আঘাত! কিন্তু কেন?

এই কেনর জড়বাদী ও বৈজ্ঞানিক জওয়াব অনেক কিছুই দেওয়া যাইতে পারে—অনেক প্রাকৃতিক কার্যকারণও নির্দ্দেশিত হইতে পারে—কিন্তু সেই কার্যকারণের একজন নির্দেশক ও পরিচালক রহিয়াছেন, তিনি অদৃশ্য লোক হইতে যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই সংঘটিত হইয়া থাকে।

মহা শক্তিধর সেই মহামহীয়ান আল্লাহ—এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ধ্বংসলীলার কারণ এবং উদ্দেশ্য তাঁহার শাশ্বত কালাম পাকে একাধিক স্থানে বিবৃত করিয়াছেন আর তাঁহার শেষ নবী (দঃ) বিশদ ভাবে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া এই আযাবে এলাহী হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায়ও বাৎলাইয়া গিয়াছেন।

স্থানাভাবে সংশ্লিষ্ট কুরআনী আয়াত এবং হাদীস সমূহ এখানে উপস্থিত করা সম্ভব হইল না। আমরা এজন্য অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গকে সূরা আন্-নহলের ১১২; তালাক: ৮; হা-মীম সিজদা: ১৬, ১৭; সাবা: ১৬, আ'রাফ: ১৩০, কাফ: ১২—২৪; আন্কাবূত: ৩০; আর্রূম: ৪১; ফাতির ৪৫; বনী ইসরাঈল ১৬; প্রভৃতি আয়াত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। হযরত আলী, আবূ হুরায়রা, ইব্নে উমর, ওবাদা বিনে সামিত প্রভৃতি বর্ণিত শাস্তি ও উহার কারণ সম্পর্কীয় সিহাহ সেত্তার হাদীসগুলিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। (তর্জুমান—২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৫৮-৫৯ এবং ১১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১৩৪—৩৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত বাণীর সার নির্যাস এই যে, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা-প্লাবন প্রভৃতির প্রচণ্ড আঘাত আল্লার তরফ হইতেই বান্দার অপকর্মের আংশিক শাস্তি এবং সংশোধনের জন্য হুশিয়ারী স্বরূপ নামিয়া আসে। জাতির ভিতর অশ্লীলতার বৃদ্ধি, ব্যাভিচারের প্রসার, বাদ্যযন্ত্র ও নর্তকীর জনপ্রিয়তা, মদ্যপানের ব্যাপকতা, ওযনে কম করণ, আমানতের খেয়ানত, যাকাত বন্ধ করণ প্রভৃতি ঝড়-তুফান, প্লাবন এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ভয়াবহ দুর্যোগের কারণ।

এই দুর্যোগ দুর্ঘটনা হইতে পরিত্রাণের উপায় অনাচার ব্যভিচার, সীমালঙ্ঘন ও নিষিদ্ধ কাজ হইতে মুখ সম্পূর্ণরূপে ফিরাইয়া লইয়া ইলাহী বিধানের প্রতিপালন এবং সুন্নতে রসূলুল্লার [দঃ] অনুসরণ। পাকিস্তান আল্লার নিকট এই প্রতিজ্ঞাতেই অর্জিত হইয়াছিল এবং এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার মাধ্যমেই উহার অধিবাসীগণ দুর্যোগের শাস্তি হইতে মুক্ত হইয়া নিরাপত্তা, শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে পার্থিব জীবন অতিবাহিত করিতে পারে।

জিজ্ঞাসা ও উত্তর

মরহূম হযরতুল আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহিল কাফী সাহেবের ইন্তিকালের পর এতদিন নানা কারণে জিজ্ঞাসিত মস্আলার তহকীকী উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নাই। আল্লার ফযলে এই সংখ্যা হইতে দীর্ঘদিনের স্থগিত কাজ শুরু হইল এবং ইন্শা-আল্লাহ প্রতি মাসেই উহা জারী থাকিবে।

www.ahlehadeethbd.org